জ্ঞানের আলো

২৯ আশ্বিন ১৪১৯ বাংলা, ১৪ অক্টোবর ২০১২ইং

পবিত্র খোশরোজ শরীফ সংখ্যা

"রসুলুল্লাহর (সঃ) দুইটি টুপীর মধ্যের একটি টুপী আমার মাথায়,
অপরটি আমার ভাই বড় পীর ছাহেবের মাথায় দিয়াছেন।"

জ্ঞানের আলো

২৯ আশ্বিন ১৪১৯ বাংলা, ১৪ই অক্টোবর ২০১২ ইংরেজী

খোশরোজ শরীফ সংখ্যা

পৃষ্ঠপোষক

সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম

আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী

সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ)

প্রধান নিয়ন্ত্রক ও সম্পাদক

নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক

সম্পাদনা পরিষদ

আলহাজ্ব মওলানা জয়নাল আবেদীন ছিদ্দিকী

শেখ মুহাম্মদ আলমগীর

সার্বিক সহযোগিতায়

আলহাজ্ব মওলানা কাজী মঈন উদ্দীন আশরাফী

মওলানা মুহাম্মদ আলী আছগর

আলহাজ্ব হাফেজ মুহাম্মদ আলী ছিদ্দিকী

মুহাম্মদ নাজমুল হুদা

হুমায়ুন কবির চৌধুরী

সৈয়দ রুহুল কুদ্দুস আকবরী

শেখ শাকিল মাহমুদ

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

আবদুল মতিন

মোবাইল : ০১৭১১৮১৭২৭৪

প্রকাশের স্থান

গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল

মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। মোবাইল ঃ ০১৮১৯-২৮৯৭১৬।

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণে

মাইজভাণ্ডারী প্রকাশনী

গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল

মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

মোবাইল : ০১৮১৯-২৮৯৭১৬, ০১৭১১৮১৭২৭৪, ফ্যাক্স ঃ ০৩১-২৮৬৭৩৩৮

E-mail : prokashoni@maizbhandarsharif.com

Website : maizbhandarsharif.com

যোগাযোগ

খানকায়ে গাউছিয়া আহমদিয়া (মাইজভাণ্ডারী খানকা শরীফ)

জাকির হোসন রোড, ৬/জি, জাকির হোসেন সোসাইটি, দক্ষিণ খুলশী, চট্টগ্রাম।

মোবাইল : ০১৮১৯-২৮৯৭১৬, ০১৭১১৮১৭২৭৪, ফ্যাক্স ঃ ০৩১-২৮৬৭৩৩৮

শুভেচ্ছা মূল্য : **দশ টাকা মাত্র**

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয়
- কুরআনের আলো — আলহাজ্ব মওলানা হাফেজ কাজী মুহাম্মদ আবদুল আলীম রিজভী
- দরসে হাদিস — আলহাজ্ব মওলানা কাযী মুহাম্মদ মুঈনউদ্দীন আশরাফী
- আঞ্জুমানের ট্রেনিং পদ্ধতি ও শিক্ষামালা — সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম খাদেমুল ফোক্বরা মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসেন মাইজভাণ্ডারী
- ত্ববীব-ই আজম মহান চিকিৎসা বিজ্ঞানী রাসুলে পাক (সঃ) — অধ্যক্ষ মওলানা মুহাম্মদ জালাল উদ্দিন আল-কাদেরী
- কু-রিপু সমূহের পরিচয় ও উহাদের ধ্বংসকরার উপায় — হাফেজ মওলানা মুহাম্মদ আবু মুছা
- হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (ক:) এঁর অমিয় বাণী সমগ্র-পর্ব-৮ — অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী
- অলী আল্লাহ — আল-মামুন
- গাউসে পা'ক গ্রন্থাবলী ও তাঁর ওয়াজ-নসীহত — মওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী

sahihaqeedah.com

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

PDF by (Masum Billah Sunny)

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্পাদকীয়

ইসলামী ছূফী সভ্যতাই প্রকৃত কল্যাণকামী মানব সভ্যতা। ইসলামী ছূফী সভ্যতা মানব জাতিকে পরিণামদর্শী, নির্বিলাস জীবন যাপনে অভ্যস্থ করিতে সমর্থ। ছূফীবাদ চর্চার দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বহু তরিকা বিকাশ লাভ করে। মাইজভাণ্ডারী তরিকা ছূফী সাধনারই এক বিশেষ ধারা। মাইজভাণ্ডারী তরিকার প্রবর্তক হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (ক:) এঁর খোদায়ী প্রদত্ব শ্রেষ্ঠত্বে ও প্রভাবশালী ত্রাণ কর্তৃত্বের বদৌলতে মাইজভাণ্ডার গ্রাম খানি মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ নামে সম্মানিত উপাদিতে প্রসিদ্ধি লাভ করে। প্রায় দেড় শতাধিক বৎসরের উর্ধকাল হইতে চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন স্থানে হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী ইমামুল আউলিয়া মওলানা শাহ্ ছূফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) প্রকাশ হজরত ছাহেব কেবলা কাবার ফজিলতের শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিগণ তাঁহার ফয়জ বরকতের স্বীকৃতির নিদর্শন স্বরুপ হজরতের নামীয় বিভিন্ন মাদ্রাসা, স্কুল, রাস্তা ইত্যাদি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানাদি স্থাপন করিয়া স্মৃতি বিদ্যমান রাখিয়াছেন। আরো প্রকাশ থাকে যে, উক্ত হুজুরে আক্দাছের বেলায়তী শ্রেষ্ঠত্ব গাউছিয়ত-কুতুবিয়ত প্রভাবন্বিত ফয়েজ প্রান্তে চট্টগ্রাম সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা সমূহে এমনকি পাক ভারত ও ব্রহ্ম দেশের অধিবাসী বহু ব্যক্তি কামেল বুজুর্গ যথা- ছালেকে মজজুব, মজজুবে ছালেক, মজজুবে মাহজ, মকতুমে ছইয়্যা ইত্যাদি মরতবা ও দরজার খলিফা অলী উল্লাহ এবং কলন্দর হিসাবেও বিকাশ লাভ করার জলন্ত প্রমাণ বিদ্যমান আছে। গাউছে পাকের ঐশী বেলায়তের করুণা ধারার মহিমায় ফয়েজ প্রান্তে কামালিয়তের উচ্চাসন লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার তৃতীয় ভ্রাতার দ্বিতীয় পুত্র গাউছুল আজম বিল বেরাছত হজরত মওলানা শাহ্ ছূফী সৈয়দ গোলাম রহমান মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ছাহেব। তাঁহার পবিত্র শরাফতের কারণে স্মৃতি বার্ষিকী উপলক্ষে ২৯শে আশ্বিন পবিত্র খোশরোজ শরীফ মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইবে।

মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ শরাফত সুরক্ষায় সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম খাদেমুল ফোক্রা হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) গাউছিয়ত ধারামতে ছুলুক প্রাধান্য অবস্থানের মধ্যে বিদ্যমান থাকিয়া অনেক মূল্যবান গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়া হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর পরিচয় দান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার এই মহান আধ্যাত্মিক প্রেরণাকে বাস্তবায়ন করার জন্য মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ শরাফত সুরক্ষায় তাঁহার মনোনীত রুহী ওয়ারেছ সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম, আবুল মোকাররম আলহাজ্ব হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ জিঃ আঃ) ছাহেব "জ্ঞানের আলো" নামক ম্যাগাজিনের মাধ্যমে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের ছিলছিলা, শজরা, তরিকত, উসুল-নীতি, গাউছে পাকের শান, আজমত, জীবনী ও কেরামত, আদর্শ বিশ্বব্যাপী প্রচার প্রসার করার সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছেন।

এই আধ্যাত্মিক প্রকাশনায় যাহারা বিভিন্ন বিষয়ে লেখা পাঠাইয়া ও বিজ্ঞাপন দিয়া এবং আরো বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করিয়াছেন তাহাদের সকলের প্রতি রইল সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ। কিন্তু স্থানাভাবে সকলের লেখা এই সংখ্যায় ছাপাইতে পারি নাই বলিয়া দুঃখিত। তবে গ্রহণযোগ্য লেখাগুলো আগামীতে প্রকাশের ব্যবস্থা নেওয়া হইবে। প্রকাশনায় অনিচ্ছাকৃত ভূল ত্রুটিকে সকলে নিজ গুনে ক্ষমা করিবেন। পরিশেষে আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন এঁর নিকট প্রার্থনা-যেন তাঁহার পেয়ারা হাবীব ছরদারে দো-আলম (সঃ) এঁর করুণাবারি ও হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ), মওলায়ে রহমান বাবাজান কেবলা মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এবং সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম আল্লামা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর ফয়েজ বরকত সর্বাত্মক ও পরিপূর্ণ ভাবে আমাদের নসিব হয়।

- আমিন।

কুরআনের আলো

আলহাজ্ব মওলানা হাফেজ কাজী মুহাম্মদ আবদুল আলীম রেজভী।
মুফাচ্ছির-জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া

بسم الله الرحمن الرحيم

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম দয়ালু করুণাময়।

تبت يدا ابى لهب وتب- مااغنىٰ عنه ماله وماكسب- سيصلىٰ نارا ذات لهب - وامرأته حمالة الحطب - فى جيدها حبل من مسد-

ধ্বংস হয়ে যাক আবু লাহাবের হস্তদ্বয় এবং সে ধ্বংস হয়ে গেছে, তার কোন কাজে আসেনি তার সম্পদ এবং না যা সে উপার্জন করেছে। এখন প্রবেশ করবে লেলিহান আগুনে-সে এবং তার স্ত্রী, লাকড়ির বোঝা মাথায় বহন কারীনি তার গলায় খেজুরের বাকলের রশি। (সুরা লাহাব ১-৫)

শানে নুযুল

সুরা লাহাব এর শানে নুযুল বর্ণনায় মুফাসসেরীন কেরাম উল্লেখ করেছেন- পবিত্র কুরআনে করিমের অংশ وانذر عشيرتك الاقربين- অর্থাৎ (ওহে রাসুল! আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে ভয় প্রদর্শন করুন) অবতীর্ণ হলে রাসুলে করিম রউফুর রহীম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাফা পর্বতে আরোহন করে কুরাইশ গোত্রকে উদ্দেশ্য করে يا صباحد বলে অথবা আবদে মুনাফ ও আবদুল মুত্তালিব ইত্যাদি নাম সহকারে ডাক দিলেন। (এ ধরনের ডাক দেয়া তখন কার আরবে বিপদাংশকার লক্ষণরূপে বিবেচিত হত) ডাক শুনে কুরাইশ গোত্র পর্বতের পাদদেশে একত্রিত হল। রাসুলে পাক ছাহেবে লাওলাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি আমি বলি যে, একটা শত্রুদল ক্রমশ এগিয়ে আসছে এবং সকাল-বিকাল যে কোন সময় তোমাদের উপর ঝাপিয়ে পড়বে, তবে তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে কি? সবাই একবাক্যে বলে উঠল হ্যাঁ, অবশ্যই বিশ্বাস করব। অতপর তিনি বললেন انى لكم نذير يدى بين عذاب شديد- অর্থাৎ আমি (কুফর শিরকের কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত) এক ভিষণ আযাব সম্পর্কে তোমাদেরকে আগাম সতর্ক করছি। একথা শুনা মাত্র আবু লাহাব বলল تبّالك هذا جمعتنا অর্থাৎ ধ্বংস হও, তুমি এ জন্যই কি আমাদেরকে একত্রিত করেছ? এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সুরা লাহাব অবতীর্ণ হয়। (সহীহ বোখারী ও মুসলিম)

বর্ণিত আছে যে, আবু লাহাব যখন প্রথম আয়াত শ্রবন করল, তখন বলতে লাগল-আমার ভ্রাতুষ্পুত্র যা বলছে তা যদি সত্যি হয় তাহলে আমি প্রাণ রক্ষার্থে আমার ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততিকে উৎসর্গ করে দেবো। আলোচ্য সুরার দ্বিতীয় আয়াতে আবু লাহাবের এহেন ধারণাকে খন্ডন করা হয়েছে যে, এটা ভূল। এ জগতে কোন বস্তু পর জগতের কাজে আসার নয়, যদি ঈমান না থাকে।

مااغنى عنه ماله وماكسب আল্লাহ্ পবিত্র বাণী ماغنى عنه ماله وماكسب অর্থাৎ আবু লাহাবের কোন কাজে আসেনী তার সম্পদ ও তার উপার্জন এর বাখ্যায় তাফসীর বিশারদগন বলেছেন ماكسب এর অর্থ ধন সম্পদ দ্বারা অর্জিত মুনাফা ইত্যাদি, অর্থ সন্তান সন্ততিও হতে পারে। কেননা সন্তান সন্ততিকেও মানুষের উপার্জন বলা হয়। উম্মুল মুমেনীন আয়েশা ছিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বলেন-

ان اطيب ماكل الرجل من كسب وان لده من كسب অর্থাৎ মানুষ যা আহার করে তন্মধ্যে তার উপার্জিত বস্তুই সর্বাধিক হালাল ও পবিত্র এবং সন্তান-সন্ততিও উপার্জিত বস্তুর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। অর্থাৎ সন্তানের উপার্জন ভোগ করাও নিজের উপার্জন ভোগের নামান্তর। (তাফসীরে কুরতুবী শরীফ)

এ কারণে কয়েকজন তাফসীর বিশারদ এ স্থলে ماكسب এর অর্থ করেছেন সন্তান-সন্ততি। আল্লাহ্ পাক আবু লাহাবকে আগাদ ধন সম্পদ দিয়েছিলেন, তেমনি দিয়েছিলেন অনেক সন্তান-সন্ততি। নাফরমানির কারণে এ দুটি বস্তুই তার অহমিকা ও শাস্তির কারণ হয়ে যায়।

وامرأته حمالة الحطب আবু লাহাব এর ন্যায় তার স্ত্রীও স্বামীর সঙ্গে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। কেননা সেও আবু লাহাবের ন্যায় রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিল। সে এ বিষয়ে তার স্বামীকে সাহায্য করত। সে ছিল আবু সুফিয়ানের ভগ্নি ও উমাইয়ার কন্যা। তার বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় আয়াতেই এরশাদ হয়েছে حمالة الحطب অর্থাৎ শুষ্ক কাঠ বহনকারীনি। আরবের বাক পদ্ধতিতে পশ্চাতে নিন্দাকারীকেও حمالة বলা হত। শুষ্ক কাঠ একত্রিত করে যেমন কেউ অগ্নিসংযোগ এর ব্যবস্থা করে পরোক্ষ নিন্দাকার্যটিও তেমনি এর মাধ্যমে সে ব্যক্তিবর্গ ও পরিবারের মধ্যে আগুন জালিয়ে দেয়।

রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামকে কষ্ঠ দেয়ার জন্যে আবু লাহাব পত্নী উম্মে জামিল ও পরোক্ষ নিন্দায় জড়িত ছিল সাইয়্যেদুনা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু। সাইয়্যেদুনা হযরত ইকরামা রাদ্বিয়াল্লাহ এবং সাইয়্যেদুনা হযরত মুজাহিদ রাদ্বিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু প্রমূখ মুফাসসেরীন কেরাম حمالة الحطب এর তাফসীরই করেছেন। অর্থাৎ পরোক্ষ নিন্দাকারী।

অন্যদিকে সাইয়্যেদুনা ইবনে যায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহ তায়ালা, সাইয়্যেদুনা বাহহাক রাদ্বিয়াল্লাহ প্রমূখ তাফসীর বেত্তাগন حمالة الحطب কে আক্ষরিক অর্থের ব্যবহার করেছেন। শুষ্ক কাঠ বহনকারী এবং এর কারণ বর্ণনা করেছেন, এই নারী বন থেকে কন্টক যুক্ত লাকড়ি বহন করে এনে রাসুলে খোদা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ঠ দেয়ার অসৎ উদ্দেশ্যে তাঁর চলার পথে বিছিয়ে রাখত। তার এ নিচ ও হীন কান্ডকে কুরআনে করিমে حمالة الحطب বলে ব্যক্ত করেছেন। (তাফসীর কুরতুবী ও ইবনে কাছির শরীফ)

আবার কেউ কেউ বলেন যে, তার এ অবস্থা হবে জাহান্নামে। সে জাহান্নামে "হাক্কুম" ইত্যাদি বৃক্ষ হতে লাকড়ি এনে তার স্বামীর উপর নিক্ষেপ করবে, যাতে অগ্নি আরো প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠে। যেমন- দুনিয়াতেও সে স্বামী কে সাহায্য করে তার কুফর ও জুলুম বাড়িয়ে দেয়। (তাফসীর ইবনে কাছীর)

সুরা লাহাবের মর্ম বাণীর আলোকে প্রমাণিত বিষয়াবলী ঃ

প্রথমত ঃ সুরায়ে "লাহাব" এর অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট পর্যালোচনায় প্রতিভাত হয়- আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের শানে অশোভন মন্তব্যকারীদের বক্তব্য খন্ডন করে অকট্য জবাব দিয়েছেন রাসুলে করিম (দঃ) আর রাসুলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শানে অবমাননাকর মন্তব্যকারীদের বক্তব্য খন্ডন করে সমুচিত জবাব দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ্ পাক। অতএব প্রমানিত হয় যে, আল্লাহ্র শত্রুদের বক্তব্যের জবাব দেয়া রাসুলের সুন্নাত আর রাসুলে পাক (দঃ) এর দুশমনদের বক্তব্যের জবাব দেয়া আল্লাহ্ পাকের সুন্নত।

দ্বিতীয়ত ঃ কাফেরগন যে ধরনের বাক্য রাসুলে পাকের শানে ব্যবহার করেন আল্লাহ্ পাকও সে ধরনের বাক্য ব্যবহার করে জবাব দিয়েছেন যেমন- আবু লাহাব বলছে تبالك আর আল্লাহ্ বলেছেন تبت يدا ابى لهب এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় রাসুলে খোদা আশরাফে আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বাধিক প্রিয়তম সুহৃদ।

তৃতীয়ত ঃ কুরআনে করিমে সমস্ত অপরাধীর সাজা বর্ণনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা কঠিন শাস্তি হচ্ছে তার, যে রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে অবমাননা করে। যেমন- কুরআনে করিম তার সম্পর্কে এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে زنيم অর্থাৎ জারজ সন্তান অন্য আয়াতে هو الابتر অর্থাৎ সে নির্বংশ। আলোচ্য আয়াতে تبت يدا ابى لهب অর্থাৎ আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হউক। অন্য আয়াতে لن يغفر الله لهم অর্থাৎ- আল্লাহ তাদের কখনো ক্ষমা করবেন না। এমন কঠিন শাস্তি অন্য কোন অপরাধীর জন্য উল্লেখ করা হয়নি। অনুরূপভাবে রাসুলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি আদব, তাজিম, মুহাব্বত প্রদর্শনকারীর জন্য যে পুরুস্কার ঘোষনা করা হয়েছে অন্য কোন ইবাদতকারীর জন্য সে ঘোষনা করা হয়নি।

চতুর্থত ঃ বড়, অভিজাত, সম্মানিত, বংশ মর্যাদা সম্পন্ন ও সম্পদশালী লোকও রাসুলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিরুদ্ধাচরন করার কারণে অপদস্থ অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে। সুতরাং অন্যান্য লোক সম্পর্কে প্রশ্নের অবকাশই বা কি? (তাফসীরে নুরুল ইরফান)

ধ্বংসই নবী-বিদ্বেষীদের অনিবার্য পরিনতি ঃ সুরা লাহাবের মর্ম বাণী এবং অন্যান্য আয়াতে কুরআনে প্রমান বহন করে যে, ধ্বংসই হল নবী বিদ্বেষীদের নিশ্চিত পরিনতি। সুরা লাহাব অবতীর্ণ হওয়ার পর আবু লাহাব তার দুই পুত্র ওতবা ওতায়বাকে তাদের বিবাহ বন্ধনে থাকা রাসুলে পাকের দু কন্যাকে তালাক দিতে বাধ্য করে। ছোট ছেলে ওতায়বা রাসুলে দরবারে উপস্থিত হয়ে বিষয়টি পেশ করে স্ব-সম্মানে তালাক দিলেও বড় ছেলে ওতবা অপমানিত করে তালাক দেয়। এতে আল্লাহ্র হাবীব মনক্ষুন্ন হয়ে বদদোয়া করলেন- হে আল্লাহ্, বন্য কুকুরগুলোর মধ্যে থেকে কোন এক কুকুরকে বন্য ওতবার উপর লেলিয়ে দাও। এর পর এই ওতবা ব্যবসায়ী কাফেলা নিয়ে সফরে গেলে রাতে সকলের মাঝখানে শায়িত অবস্থায় বনের বাঘ এসে তাকে খেয়ে ফেলে (সুবাহানাল্লাহ্)

আবু লাহাবের পত্নী উম্মে জামিল জঙ্গল থেকে কাটা যুক্ত লাকড়ির বোঝা মাথায় বহন করে ফেরার পথে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে বিশ্রাম গ্রহণ কালে গলায় লাকড়ির বোঝার রশি আটকিয়ে ফাস লেগে মর্মান্তিক ভাবে মারা যায় (নাউজুবিল্লাহ)

পবিত্র মক্কার অন্যতম কুরাইশ সর্দার অভিশপ্ত আবু লাহাব বদর যুদ্ধের এক সপ্তাহ পর দূরারোগ্য দুর্গন্ধময় সংক্রামক ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে আত্মীয়-স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্জন স্থানে নির্মমভাবে মারা যায়। (নাউজুবিল্লাহ)

এভাবে চরম নবী বিদ্বেষী কুরাইশ সর্দার আবু লাহাব সপরিবারে ধ্বংস হয়ে যায়। তার বংশের অভিজাত্য সামাজিক নেতৃত্ব কর্তৃত্ব অঢেল ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি কিছুই তাকে নবী বিদ্বেষের অনিবার্য পরিনতি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি। আল্লাহ্র অমোঘ বাণী ماغنىٰ عنه ماله وماكسب এভাবে বাস্তবে কার্যকারী হল।

সহীহ্ বোখারী শরীফে রয়েছে এক খ্রিষ্টান ইসলাম গ্রহণ করে রাসুলে খোদার কাতেবে ওহী নিযুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করল। কিন্তু পরবর্তীতে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে আবার খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে বলতে লাগল مايدرى محمد الاماكتبت অর্থাৎ আমি যা লিপিবদ্ধ করি তা ছাড়া মুহাম্মদ কিছুই জানেনা। (নাউজুবিল্লাহ)

অত:পর এ মুরতাদ মারা গেলে আত্মীয়-স্বজন তাকে দাফন করে চলে গেলে কবর তাকে বের করে দেয়। এ দৃশ্য দেখে তার স্বজনেরা বলতে লাগল- হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাহাবারা এ কাজ করেছে। পরবর্তীতে গভীর গর্ত খনন করে দাফন করা হয়। কিন্তু বারবার তাকে বাহিরে নিক্ষেপ করে। বারবার দাফনের পরও একই ঘটনা ঘটলে সবাই নিশ্চিত হয় যে রাসুলে খোদার দরবার হতে বিতাড়িত ব্যক্তিকে কবরও গ্রহণ করবে না। (নাউজুবিল্লাহ)

"ছলুকীয়তে থাকিয়া যে নামাজ পড়ে না সে প্রকৃত মাইজভাণ্ডারী নহে"

– সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম,
রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরিকত
আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী
সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃজিঃআঃ)।

নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব **সৈয়দ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী** (মঃ)
মোন্তাজেমে দরবার ও মাননীয় সহ-সভাপতি আঞ্জুমানে
মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া),
কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ এর সম্পাদনায় প্রকাশিত
"জ্ঞানের আলো"র সফলতা আনয়নে নিবেদিত–

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া)
(হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর তরীকা ও আদর্শবাহী সংগঠন)

চট্টগ্রাম জেলা কার্যকরী সংসদ
৬/জি, জাকির হোসেন সোসাইটি, রোড নং-৪, দক্ষিণ খুলশী, চট্টগ্রাম।

দরসে হাদিস

আলহাজ্ব কাযী মুহাম্মদ মওলানা মুঈন উদ্দিন আশরাফী
প্রধান মুহাদ্দিস– ছোবহানিয়া আলীয়া মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম।

عن انس ابن مالك قال قال النبى صلى الله عليه وسلم من صلى علىّ يوم الجمعة وليلة الجمعة قضى الله له مائة حاجة سبعين من حوائج الاخرة و ثلاثين من حوائج الدنيا ثم يوكل الله بذالك ملكا يدخله فى قبرى كما يدخل عليكم الهدايا يخبرنى من صلى على باسمه ونسبه الى عشيرته فاثبته عندى فى صحيفة بيضاء۔

অনুবাদ : প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আনাস ইবনে মালেক (রঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– যে ব্যক্তি জুমার দিন ও রাতে আমার প্রতি একশত বার দরুদ শরীফ পড়বে আল্লাহ তায়ালা তার একশত হাজত পূর্ণ করবেন। তন্মধ্যে পরকালীন হাজত হলো সত্তরটি আর পার্থিব হাজত ত্রিশটি। এর জন্য আল্লাহ তায়ালা একজন ফেরেস্তা নিয়োগ করেন যিনি ঐ দরুদ শরীফ আমার কবরে এমন ভাবে পেশ করেন যেভাবে তোমাদের নিকট উপহার পেশ করা হয়। ঐ ফেরেস্তা আমাকে ঐ ব্যক্তির নাম, বংশ এবং গোত্রের নাম সহকারে অবহিত করেন। তখন আমি ঐ দরুদ শরীফ একটি সাদা খাতায় রেকর্ড করে রাখি। (বায়হাকী-শোয়াবুল ঈমান, ঈমান সাখাভী-আলক্বা উলুল বদী)

আলোচ্য হাদিস দ্বারা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো প্রমানিত হয়।

* জুমার দিন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ শরীফ পড়ার ফযিলত। অনুরূপভাবে জুমার রাতেও। তাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মসজিদগুলোতে জুমার নামাজের পর মীলাদ শরীফ পাঠ করা হয়। এতে অনেক বার দরুদ সালাম পাঠ করা হয়। অতএব, প্রত্যেক মুসলমানের উচিত জুমার দিন নামাজান্তে মীলাদ শরীফে অংশগ্রহণ পূর্বক আলোচ্য হাদিসের উপর আমল করে উভয় জগতের সাফল্য অর্জন করা।

* জুমার দিন-রাতে একশতবার দরুদ শরীফ পাঠ করা, এটা বড় অসাধ্য কোন কাজ নয়। মাত্র পাঁচ মিনিটে একশতবার দরুদ শরীফ ভালভাবেই পাঠ করা যায়। অযু সহকারে, সুগন্ধি মেখে আদব সহকারে পাঠ করাই উত্তম।

* এ দরুদ শরীফের ফলে বান্দার পরকালীন সত্তরটি হাজত পূর্ণ করবেন। পরকালীন সমস্যাই বড় কঠিন। যা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ শরীফ পাঠের ফলে সহজে আল্লাহ তায়ালা সমাধান করে দেবেন।

* পার্থিব জগতে মানুষের সমস্যার অন্ত নেই। জুমার রাতে দরুদ পাঠের ফলে ইহ জগতের ত্রিশটি সমস্যার সমাধান এর সুসংবাদ রয়েছে আলোচ্য হাদিসে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি অশেষ ভক্তি-ভালবাসা নিয়ে উম্মত তাঁর প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করলে অবশ্যই বান্দার পার্থিব সমস্যার সমাধান হবে।

* পবিত্র জুমার দিবা-রাতে পঠিত দরুদ শরীফ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এঁর খেদমতে পেশ করার জন্য আল্লাহ-তায়ালা একজন ফেরেস্তা নিয়োগ করেন।

* ঐ ফেরেস্তা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট দরুদ পাঠকারী ব্যক্তির নাম, তার বংশ পরিচয় ও গোত্রের নামসহ বিস্তারিত পেশ করেন।

* দয়াল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উম্মতের প্রতি সদয় হয়ে ঐসব তথ্যাবলী সাদা খাতায় রেকর্ড করে রাখেন। আর শেষ বিচারের দিনে উম্মতের পূণ্যের পাল্লা হালকা হলে তাতে তাঁর নিকট সংরক্ষিত ঐ দরুদ শরীফের পূণ্য দিয়ে পাল্লা ভারী করে উম্মতের মুক্তির পথ সুগম করে দেবেন।

আলোচ্য হাদিসটির অপর বর্ণনায় এ অংশটিও বিদ্যমান। ان علمى بعد موتى كعلمى فى الحياة- অর্থাৎ নিশ্চয় আমার ওফাতের পরবর্তী অবগতি আমার জীবদ্দশার অবগতির মত। আমার জ্ঞানের, অর্থাৎ আমার উভয় অবস্থার জ্ঞানের মধ্যে কোন পার্থক্য আসেনি। এ অতিরিক্ত অংশটি ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী (রঃ) (ওফাত-৯১১) কৃতঃ "খাসায়েসে কুবরা" নামক কিতাবে বর্ণিত আছে। দরুদ শরীফের ফযিলতের উপর ইমামগন পৃথক পৃথক কিতাবাদি লিখে গেছেন। যেমন- ইমাম ইবনে কাইয়ুম জাউযীয়া, ইমাম শামশুদ্দীন সাখাভী (রঃ)।

অপর হাদিসে বর্ণিত আছে- হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামত দিবসে আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী অবস্থানে থাকবে ঐ ব্যক্তি, যার নিকট আমার প্রতি দরুদ সালামের পরিমান অধিক হবে। (মিশকাত শরীফ)

তাই প্রতিটি ঈমানদারের দায়িত্ব হলো সময় সুযোগ পেলেই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করা। এতে তাঁর প্রতি মুহাব্বতও বৃদ্ধি পাবে এবং ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ সমৃদ্ধি অর্জিত হবে।

"রাজী কি না রাজী মুর্শিদ তাইতো আমি জানিনা।
দাসের ধর্ম সেবা কর্ম নামটি শুধু জপনা।।"

ELITE INTERNATIONAL
C & F AGENT, EXPORT, IMPORT & ALL KINDS OF SUPPLY
Proprietor
MOHAMMED YASHIN
45, Asadgonj, Probasi Bhaban (1st Floor), Chittagong.
MOBILE : 01731-776088
Phone : 626696-97
Fax : 612541
E-mail : elitectg@yahoo.com

আঞ্জুমানের ট্রেনিং পদ্ধতি ও শিক্ষামালা

সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম
খাদেমুল ফোক্‌রা মওলানা শাহ্ সুফী
সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী

[আঞ্জুমানের ট্রেনিং পদ্ধতি ও শিক্ষামালা সম্পর্কে লিখিত রচনাটি সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম খাদেমুল ফোক্‌রা হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) জীবদ্দশায় রচনা করিয়াছিলেন। সংগঠনকে সুসংগঠিত করার দিক নির্দেশনা প্রয়োজনীয়ার দিকে বিবেচনা করে বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছি। -সম্পাদক]

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

বেলায়তে মোত্‌লাকার অষ্টম অধ্যায় মতে দেখা যায়; হজরতে আক্‌দাছের হেদায়তী রীতি নীতি, ফানায়ে নফ্‌ছীর শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবৃত্তি নিবৃত্তির বিভিন্ন পদ্ধতির তুলনায় সহজসাধ্য, ঝামিলা মুক্ত ও মুক্তির দিশারী, ইহা মাইজভাণ্ডারী ত্বরীকা, ব্যবসাদারী পীরি নহে বরং খোদায়ী প্রেম সুধার নিষ্কাম নূতন আধুনিক গড়নে গড়া রঙ্গিন বোতলে খোদানুরাগীর মাতাল সরাব।

আধুনিক ক্লাবের সঙ্গে ইহার যথেষ্ট পার্থক্য; প্রচলিত ক্লাবের সরাব অনিত্য, যাহা কামনার দিকে আসক্ত করে এবং পানকারীকে প্রবৃত্তির দিকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু এই খোদায়ী প্রেম সরাব মানবকে খোদা আসক্ত করে। অনিত্যকে ভুলাইয়া নিত্য সত্যাসত্যে বিভোর করে এবং খোদার দিকে আগাইয়া দেয়। কাজেই ইহার নাম-"দায়রা" (বৃত্ত), মানবতাকে বারবার এই ভাবে পাত্র বা বোতল পরিবর্তন করিতে দেখা যায়। ধাঁধায় পতিত আত্মভোলা মানব, এই শূন্য পাত্র ও খালি বোতল লইয়া আত্মপ্রসাদ ভোগকরে। পথে ঘাটে পথাচারীর মাথায় বোতল মারিয়া ধর্মের ঢাক ঢোল বাজায়। যথায় তথায় আগুন জ্বালাইয়া খেলা করে। ঐ ছোওয়ালী শূন্যপাত্র নিয়া দ্বারে দ্বারে গিয়া গোপনে অশান্তির আগুন ছড়ায়। অথচ মানবের সনাতন ধর্ম্ম হইল "ইসলাম" যাহা জন্মগত। যথা হাদীছে-

كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه-

অর্থাৎ প্রত্যেক মানব সন্তান বিশুদ্ধ স্বভাব লইয়া জন্ম গ্রহণ করে, পরে পিতা মাতা তাহাকে ইহুদী, অগ্নি উপাসক বানায়। সুতরাং মানব জন্মই বিশ্ব সাম্য, আদলে মোত্‌লাকার ঘোষণা বহন করে।

পৃথিবীতে এই কঠোরতম সার্বজনীন অনর্জ্জিত শান্তি (প্রাণখাদ্য) অর্জনে নৈতিক ধর্ম সব সময় সজাগ রহিয়াছে এবং স্রষ্টার প্রেমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখিয়াছে। তাই বলি ঃ

যখন তোমায় টের করি নাই তখন ছিলাম কুজু।
যখন তুমি সামনে এলে তখন হলেম বুঝু।।
অতীত যুগে ধর্ম নিয়া ঢং করেছ তুমি।
তাই বুঝি এ পৃথিবীতে সং সেজেছ আজি।।
ভালাই উন্মুখ ব্যক্তির-পরে সদায় সর্বআশা।
ভালাই বিমুখ ব্যক্তিটি হয় সদাই সর্ব্বনাশা।।

এহেন অবস্থায় এই ব্যষ্টি উন্মেষের নৈতিক প্রাধান্যে বেলায়ত যুগে শিক্ষাগারে আচরিত ও শিক্ষনীয় পদ্ধতি কিভাবে হইবে তাহা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইলাম।

যাহাতে এই শিক্ষা পদ্ধতি-অনুরাগী পাঠক পাঠিকাগণ নৈতিক আস্বাদে আস্বাদিত হইয়া উঠেন, হিত চিত্ত হন এবং বিশ্ব সাম্য অর্জন সহজ হয়।

একটি চনার দানা বা যে কোন বীজ মাটিতে পুতিলে বা পড়িলে তাহা উত্থিত হইবার বাসনা রাখে। সত্য, খাটি দানা হইলে নিশ্চয় অঙ্কুরোদগম হইয়া থাকে কিন্তু পঁচিলে মাটিতেই বিলীন হইয়া যায়। তাই পবিত্র কোরান বলে ঃ

قد افلح من زكها۔ وقد خاب من دسها۔ سورة شمس ٨۔٩ اية

১। প্রথমে "প্রবৃত্তির নিবৃত্তির ভবে" পদ্যটি শিক্ষা দিতে হইবে।

মটো

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ভবে-জান তিন ভাবে
বাক-বিতন্ডা পরিহারে,
জানার আগ্রহে,
পরদোষ পরিহারে-নিজ দোষ ধ্যানে।
শুধাইনু সুধিজনে সুধির ভাষণে,-
না দেখাইবে "পীর" যাকে এই তিন ধারা
আসিবেনা সোজা পথে সেই পথহারা।।

শিক্ষানুরাগী যাহাতে ত্রিবিধ বিনাশ "ফানায়ে ছালাছা" পদ্ধতি অনুধাবনে প্রাথমিক আদর্শে আদর্শবান হইয়া উঠে। ইহার অর্থটি বিশাদ ভাবে বুঝাইয়া দিতে হইবে যাহাতে শিক্ষার্থী ঝগড়া বিমুখ হয়।

গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর মুসলিম আচার ধর্ম-এর সহায়তায় শিক্ষা পরিচালনা করা। যথা- নামাজ সুরা কালাম ইত্যাদি শিক্ষা প্রদান করা।

২। গঠনতন্ত্রের ৪র্থ দফা মতে ধর্ম নিরপেক্ষতা এবং নিজ ধর্ম নিষ্ঠার উদ্দেশ্যে শিক্ষাগারের পাঠ্য বইমতে আচার ধর্ম শিক্ষা দেওয়া।

৩। বিভিন্ন তরীকার বুজুর্গানের স্মৃতি বার্ষিকী "ওরছশরীফ" ইত্যাদির বিরুদ্ধাচরণ না করা, সম্ভব হইলে সহানুভূতি প্রদর্শন করা। হজরত গাউছুল আজম শাহে বগ্দাদী শেখ ছৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (কঃ) ও হজরত গরীব নেওয়াজ শাহে আজমিরী (কঃ) এঁর ওরছ শরীফ ইত্যাদিতে সাধ্যমতে শরীক হওয়া আবশ্যক, যাহাতে তাহাদের সহিত মোহাব্বত বৃদ্ধি পায়; বুজুর্গানেদীনের ফজিলতে রব্বানীর এবং অবস্থাদির সম্যক অবগতি ঘটে। বিভিন্ন তরীকার জনগণের সঙ্গে সহৃদয়তা বাড়ে।

৪। ৮ম ধারার উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ মতে ঃ ২য় সনে প্রস্তাবিত শিক্ষার ব্যবস্থা যথা বর্ণজ্ঞান, বয়স্ক শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা, আর্থ সামাজিক উন্নয়নে বৃত্তিমূলক শিক্ষা। শাখা সমিতিগুলি পরিচালনা রীতি নীতি শিক্ষা দেওয়া।

৫। "খাদেমানে গাউছে আজম" সেবক সংঘ গঠন করার নিয়ম দস্তুর শিক্ষা দেওয়া।

৬। আঞ্জুমানের নিয়মানুযায়ী সদস্য ভর্তি করার নিয়ম কানুন শিক্ষা দেওয়া। প্রচার পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত হওয়া।

৭। জিকির হালকার তরতীব ধর্ম্মীয় রীতি নীতি মতে বাংলাভাষায় রচিত মীলাদে নবী ও তাওয়াল্লোদে গাউছিয়া কিতাবে লিখিত ১২টি নিয়ম কানুনের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে ও মানিয়া চলিতে শিক্ষা দেওয়া।

"জিকরী মাহফিলের কানুন ও শরায়েত"

মাইজভাণ্ডারী ত্বরীকা সমস্ত ত্বরীকার সমাবেশ ও সর্বব্যাপ্তনকারী। কাদেরীয়া, চিশ্‌তিয়া নক্সবন্দীয়া, মোজাদ্দেদীয়া, কলন্দরীয়া, সরওয়ারদীয়া, তৈপুরীয়া, জোনায়দীয়া ইত্যাদি ত্বরীকা উহার অন্তর্ভূক্ত। সমস্ত ত্বরীকত পন্থীরা মাইজভাণ্ডারী ত্বরীকা মত জিকির আজকার বা স্ব স্ব পীরবুজুর্গ ধ্যানে স্ব স্ব ত্বরীকানুযায়ী জিকির করিয়া মাইজভাণ্ডারী (কঃ) হইতে ফয়জ রহমত অর্জ্জন করিবার অধিকার আছে। এমন কি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণেরও স্ব স্ব ধর্মানুযায়ী উপাসনা করিয়া গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হইতে অনুগ্রহ বা ফয়জ রহমত অর্জ্জনের অধিকার আছে। কারণ ইহা কোন ব্যক্তিগত জাতিগত সাম্প্রদায়িক ত্বরীকা নহে। মাইজভাণ্ডারী ত্বরীকতপন্থী মুরিদ, ভক্ত আশেকগণও তাহাদের রুচি অনুযায়ী বা নিজ পীরের ছবক ও তালিম অনুযায়ী যে কোন ত্বরীকত পদ্ধতি অনুসারে জিকির করিবার অধিকার রহিয়াছে। যাহারা সেমায় আসক্ত সেমা বা গান বাদ্য জনিত জিকির বা জিকিরী মাহফিল করিতে চাহেন তাহাদের জন্য বাদ্যযন্ত্র সহকারে জিকির বা জিকিরী মাহফিল করিবার অনুমতি ও অনুমোদন আছে। হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) শুভদৃষ্টি ও ফয়েজ রহমত অর্জ্জনে খোদার নৈকট্য ও কৃপা বারি হাছেল করতঃ দোজাহানের ছুরফরাজী ও সফলকাম হইতে হইলে জিকির মাহফিলে সকলের জন্য সেমা যুক্ত ব্যক্তিগণেরও নিম্নলিখিত শরায়েত অনুযায়ী আদবের সহিত মাহফিলে মিলাদ, মাহফিলে তাওয়াল্লোদ শরীফ এবং জিকিরী মাহফিল অনুষ্ঠিত করা কর্তব্য।

শরায়েত ঃ

১। "তাহারত" বাহ্যিক পবিত্রতা অবলম্বন করিতে হইবে। অর্থাৎ ধর্ম্মীয় বিধান মত অজু করা, কাপড় পাক রাখা, স্থান পবিত্র হওয়া ইত্যাদি শুচি গ্রহণ।

২। মানসিকপবিত্রতা অবলম্বন করিতে হইবে। অর্থাৎ কুধারণা, দুনিয়ার ধ্যান বর্জ্জন করতঃ পীর মুর্শিদ ও আল্লাহতায়ালার ধ্যান রাখা।

৩। স্ব স্ব পীরে কামেলের প্রদত্ত ছবক্ মত জিকির করা।

৪। কামেল পীর বা পীরের অনুমতি প্রাপ্ত খলিফার উপস্থিতি।

৫। পবিত্র কোরানের আয়াত, দরূদ শরীফ ও মিলাদে নবী বা তাওয়াল্লোদে গাউছিয়া পাঠান্তে জিকিরী মাহফিল আরম্ভ করা। মিলাদ বা তাওয়াল্লোদ শরীফ পাঠে অসমর্থ হইলে কমপক্ষে কোরান শরীফের একটি ছুরা হইলেও দরূদ শরীফ পাঠ করিয়া আরম্ভ করিতে হইবে।

৬। নামাজ সমাপনীয় কায়দা মত আদব ও শৃংখলার সহিত বসিতে হইবে।

৭। ধুমপান বা যে কোন প্রকার পানাহার উক্ত সময় বর্জ্জন করিতে হইবে।

৮। উপস্থিত লোক সমস্ত তরীকত পন্থী হইতে হইবে।

৯। কম বয়স্ক বালক বালিকার উপস্থিতি নিষেধ। মেয়ে পুরুষ একত্রিত ভাবে বসিতে পারিবে না।

১০। মেয়ে লোকদের জিকির মাহফিল, পর্দ্দায় পুরুষ থেকে ভিন্ন হইতে হইবে।

১১। মাহফিল অবস্থায় অজ্‌দ প্রাপ্ত বেহুশ ব্যক্তিকে ইজ্জত ও হেফাজত করিতে হইবে।

১২। জিকিরী মাহফিল নিজ অধিকারী জায়গায় হইতে হইবে।

৮। আঞ্জুমানের গঠনতন্ত্র আদ্যোপান্ত পড়িয়া অবগত হইতে হইবে।

৯। প্রত্যেক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত ছনদ হাছিল করিতে হইবে।

১০। কোরান সূরায়ে শুরা ১৫ আয়াত মতে যথা ঃ

"আমি আদিষ্ট হইয়াছি তোমাদের সঙ্গে বিচার সাম্য বা "আদলে মোত্লাক" রক্ষা করিতে। যেহেতু আল্লাহ যেইরূপ আমাদের পালনকর্তা তদ্রুপ তোমাদেরও পালনকর্তা। আমাদের কাজ কর্ম ধর্মাচরণ আমাদের জন্য তোমাদের কাজ কর্ম ধর্মাচরণ তোমাদের জন্য। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোন "হুজ্জত" (ঝগড়া) নাই। যেহেতু আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে "জমআ" অর্থাৎ তৌহীদ বা অদ্বৈত স্রষ্টা ভিত্তিতে সমবেত করিবেন।" "জমআন" "ফোর্কান" (তৌহীদে জময়ানী সম্বন্ধে বেলায়তে মোত্লাকা কেতাবে তফছীরে ইবনে আরবীর মূল এবারত সহ উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে। বেলায়তে মোত্লাকা ১০২ পৃঃ নোট" দ্রষ্টব্য)

সৃষ্টি মাত্রই স্রষ্টার দিকে প্রত্যাবর্ত্তনশীল। মর্মবাণী পবিত্র কোরানের এই মতে সকলের সঙ্গে বিচার সাম্য রক্ষার জন্য রীতি নীতি শিক্ষা দিতে হইবে।

وامرت لاعدل بينكم - الله ربنا وربكم - لنا اعمالنا ولكم اعمالكم -

لاحجة بيننا وبينكم - الله يجمع بيننا واليه المصير- القران- سورة الشورى

১১। পরে মউতে আরবায়া সহ হজরতের ত্রাণ কর্তৃত্ব সম্পন্ন সপ্ত পদ্ধতি, নিয়ম দস্তুর, ফজিলত সহ বুঝাইয়া দিতে হইবে।

সপ্ত পদ্ধতি

প্রথমস্তরঃ ফানায়ে সালাছা বা আত্মশুদ্ধির ত্রিবিধ বিনাশ

ক. ফানা আনিল খালক্বঃ সাবলম্বী হওয়া, পরমুখাপেক্ষীতা হইতে নিজেকে রক্ষা করা, আল্লাহ ছাড়া আর কাহারো নিকট সাহায্যের প্রত্যাশা না করা।

খ. ফানা আনিল হাওয়াঃ অনর্থ, অপ্রয়োজনীয় কাজ, কথা আচরণ হইতে নিজেকে বিরত রাখা।

গ. ফানা আনিল এরাদাঃ নিজের ইচ্ছাকে খোদার ইচ্ছা শক্তিতে সমর্পন করা বা বিসর্জন দেয়া।

দ্বিতীয়স্তরঃ মউতে আরবা বা চতুর্বিধ বিলোপ

ক. মউতে আবয়্যাজ বা সাদা মৃত্যুঃ উপবাসে, ত্যাগে, সংযমের বিনিময়ে অর্জিত প্রেরণা।

খ. মউতে আছওয়াদ বা কালো মৃত্যুঃ শত্রুতা ও নিন্দায় অর্জিত প্রেরণা, সমালোচনা বা নিন্দার পর ব্যক্তি সংশোধনের এবং অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনার সুযোগ লাভ, আর দোষমুক্ত থাকলে নিজে তার জন্য পরম করুণাময়ের কাছে শোকরিয়া আদায়ের মনোবল প্রাপ্ত হয়। তখন সমালোচনাকারীকে বন্ধুর মত মনে হয়।

গ. মউতে আহমর বা লাল মৃত্যুঃ অতিলোভ ও কামভাব পরিহারের মাধ্যমে অর্জিত প্রেরণা।

ঘ. মউতে আখ্জার বা সবুজ মৃত্যুঃ নির্বিলাস জীবনযাপনের মাধ্যমে বাহুল্য পরিহারের প্রেরণা।

১২। মূলতত্ত্ব পাঠ করিয়া বুঝিতে হইবে এবং বুঝাইতে হইবে।

খাদেমানে গাউছে আজম সেবক সংঘের

কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব

১। পবিত্র ওরছ শরীফে আগত ভক্ত জায়েরীনগণের সেবা করা ঃ যথা (ক) ওরশ মোবারক উপলক্ষে আগত ভক্ত জায়েরীনদেরকে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর দরবারে সসম্মানে আগাইয়া লওয়া (খ) ওরছ শরীফ নেয়াজের জন্য আনিত হাদিয়া পশ্বাদি সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে আমদানী করাইয়া দিয়া সংরক্ষণ এলাকায় পৌছাইবার ব্যবস্থা করা এবং ওরশ শরীফের জন্য আনিত যাবতীয় পশ্বাদি ও মালামাল অন্যত্র পাচার না হয় মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা (গ) সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে জায়েরীনদেরকে বসাইবার ব্যবস্থা করা। (ঘ) আবশ্যকীয় ছামানা বা জিনিস পত্র প্রদান করা (ঙ) সুষ্ঠ পরিচালনায় ভাত, তরকারী পাক করা। (চ) ওরছ শরীফ নেয়াজ তবরুক যথাযথ ভাবে বিতরণ করা।

২। বিশিষ্ট অতিথি, মেহমান, অফিসার, পুলিশ, ডাক্তার ও সেনিটারীকর্মীগণ এর সুখ সুবিধা ও খাওয়ার এন্তেজাম বজায় রাখা।

৩। আমদানীর দুইটি সেন্টারে সমান ভাবে আগন্তুকদিগকে নিয়ন্ত্রিত করা ক্যাম্পসমূহ সুনিয়ন্ত্রিত কিনা দেখার জন্য সুপারভাইজার নিয়োগ করা এবং তাহাদের রিপোর্ট রক্ষা করা।

৪। ওরছ শরীফের নেয়াজ বিতরণের পর ডেক, কড়াই, সামিয়ানা ইত্যাদি যথাস্থানে পৌছাইয়া দেওয়া।

৫। আকস্মিক দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের সুচিকিৎসার যথাযথ ব্যবস্থা করা এবং প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জ্জন করা।

৬। প্রত্যেক ক্যাম্প ও মজলিশে শান্তি রক্ষার বিহিত ব্যবস্থাকরা ও কোন প্রকার দুর্ঘটনা বা নীতি বিরুদ্ধ কাজ না হয় মত সতর্ক দৃষ্টি রাখা।

"গাউছ ধনের চরণ ধুলা যে করেছে শিরধার।
কোটি কোটি শত্রু দলে কি করিতে পারে তার।।"

মেসার্স গাউছিয়া এন্টারপ্রাইজ
M/S. GAWSIA ENTERPRISE

সরকার অনুমোদিত বিসিআইসি ডিলার

প্রোঃ মোঃ আমিনুর রহমান চৌধুরী (হারুন)

যাবতীয় সার, কীটনাশক, বীজ
পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা।

কমর আলী বাজার, ১৪ নং হাইতকান্দি ইউপি, মীরসরাই, চট্টগ্রাম।
মোবাইল : ০১৭১৩-৬০৫০৫৯, ০১৮১৯-৮৩০৫৯০

রচনা প্রতিযোগীতা

রচনার বিষয়ঃ

✓ আমার দেখা মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ।

প্রতিযোগীতার নিয়মাবলী ঃ

১. রচনার শব্দ সংখ্যা ৮০০-১০০০ এর মধ্যে হতে হবে।

২. সব বয়সের এবং যে কোন শিক্ষা স্তরের ব্যক্তির জন্য রচনা প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহন উন্মুক্ত থাকবে।

৩. কম্পিউটার কম্পোজ করে রচনা পাঠানোকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

৪. হাতে লিখা রচনার ক্ষেত্রে হাতের লিখা অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবে। সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখতে হবে।

৫. উভয় পৃষ্ঠায় লেখা, অস্পষ্ট হাতের লেখা, রোল কাগজে লেখা বিশিষ্ট রচনা প্রতিযোগীতার জন্য সরাসরী অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

৬. প্রতিযোগীতায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীকে আকর্ষনীয় পুরস্কার দেয়া হবে।

৭. প্রতিযোগীতায় ১ম স্থান অধিকারী রচনা জ্ঞানের আলো পরবর্তি সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে।

৮. রচনা প্রতিযোগীতার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলে গন্য হবে।

৯. রচনা পাঠানোর শেষ তারিখ: ৩০ নভেম্বর'২০১২ইংরেজী।

১০. রচনা পাঠানোর ঠিকানা:

গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল
মাইজভণ্ডার দরবার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
অথবা,
খানকায়ে গাউছিয়া আহমদিয়া (মাইজভাণ্ডারী খানকা শরীফ)
৬/জি, জাকির হোসেন সোসাইটি, রোড ৪, দক্ষিণ খুলশী, চট্টগ্রাম।

ত্ববীব-ই আজম : (মহান চিকিৎসা বিজ্ঞানী) রাসুলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

অধ্যক্ষ মওলানা মুহাম্মদ জালাল উদ্দিন আল-কাদেরী
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্রাসা ষোলশহর, চট্টগ্রাম ও
খতিব জমিয়াতুল ফালাহ্ জাতীয় মসজিদ, চট্টগ্রাম।

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবন ব্যবস্থা। [১] এ ধর্মের মূল রূপকার ধারক ও বাহক হলেন তাঁরই সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল রাহমাতুললিল আলামীন। পবিত্র মক্কা নগরীর ঐতিহাসিক হেরা গুহায় ইক্বরা শব্দ দিয়ে ধর্মটির সূচনা হয় এবং ১০ম হিজরীতে সূরা মায়েদা এর নিম্নোক্ত আয়াত দিয়ে পরিপূর্ণতা ঘোষিত হয়। "আল্ ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দ্বীনাকুম ওয়া আত্মামতু আলাইকুমুল নি'আমাতি ওয়া রাদ্বাইতু লাকুমাল ইসলামা দ্বীনা।" অর্থাৎ আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম, আমার নিয়ামত তোমাদের উপর সমাপ্ত করলাম এবং তোমাদের ইসলামকে ধর্ম হিসেবে মনোনীত করলাম। [২] একদা জনৈক সাহাবী উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) হতে প্রিয় নবীজী (দ.) এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেন- প্রিয় নবীজী (দ.) চরিত্রই হল পবিত্র কুরআন মজিদ। [৩] "আশ্ শিফা" পবিত্র কুরআন মজিদের নাম সমূহের একটি নাম। এটির বাস্তব নমূনাও দেখতে পাই আমরা ছাহেব-ই কুরআন প্রিয় নবীজি (দ.) এর মধ্যে। তিনি হলেন সকল বিষয় ও তাবৎ জ্ঞানের মহা বিজ্ঞানী। কুরআন যেহেতু তিব্য়ানু লিকুল্লি শাইয়িন, (অর্থাৎ সকল বিষয়ের বর্ণনাকারী) অনুরূপভাবে আমাদের আক্কা ও মাওলা প্রিয় রাসূলুল্লাহ (দ.) হলেন সমূহ জ্ঞান, বিদ্যা ও শাস্ত্রের মহা জ্ঞানী। তিনি হলেন ত্ববীব-ই-আজম তথা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিদ। তাঁর চিকিৎসা সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করার প্রয়াস পাচ্ছি।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের আক্কা ও মাওলা হুযুর পুরনূর (দ.) কে দান করেছেন অসংখ্য মু'জিযা। যার মধ্যে তার যবানী (মৌখিক) এবং দৈহিক প্রভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর পবিত্র হাতের স্পর্শ ও মুখের লো'আব (থুথু মোবারক) এ বহু রোগী সুস্থ হয়েছে। এ ধরণের অসংখ্য ঘটনা তাঁর মু'জিযার অন্তর্ভুক্ত। কয়েকটি বাস্তব ঘটনা উল্লেখ করা হল- যাতে চিকিৎসা বিজ্ঞানে রাসূল (দ.) মৌলিক অবদান ও স্বীকৃতি প্রমাণিত।

আল্লাহর নির্দেশিত ইসলামী শরীয়তের মৌলিক বিধানগুলোর মধ্যে অযু, গোসল, নামায, রোযা, হারাম পানীয় শরাব, হারাম খাদ্য, শুকরের গোশত্ ইত্যাদি আরো অনেক বিষয় তিব্বী (চিকিৎসা শাস্ত্র) দৃষ্টিকোণ থেকে পরীক্ষা, নিরীক্ষা ও বিচার বিশ্লেষণ করে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা আল্লাহর নির্দেশ ও রাসূলুল্লাহ (দ.)'র আদেশ-নিষেধ কে নির্ভুল, সঠিক ও যথার্থ বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন এবং মুসলিম লেখকগণ বহু পুস্তক-পুস্তিকা রচনা ও প্রকাশ করেছেন এ বিষয়ে। মোট কথা রাসূলুল্লাহ (দ.) এক মহান চিকিৎসা বিজ্ঞানী (ত্ববীব-ই-আজম)। এখানে তাঁর চিকিৎসা সংক্রান্ত কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হল।

এক. অন্ধ মহিলার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়া :

ইসলামের ত্রাণকর্তা নামে খ্যাত ও ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বক্কর সিদ্দীকি (রা.) নিজ অর্থে খরীদ করে সাতজন ব্যক্তিকে আযাদ করে দিলেন। তন্মধ্যে জনীরা নাম্মী একজন মহিলাও ছিল। ইসলাম কবুল করার কারণে কাফেররা তার উপর নিষ্ঠুর নির্যাতন চালাত। কিন্তু মহিলাটি তাওহীদ (একত্ববাদ) পরিত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানালে তারা বলতে থাকে, লাত ও উযযা দেবতার পূজা ত্যাগ করার ফলে সে অন্ধ হয়ে গেছে। জনীরা বললেন, তোমরা মিথ্যা বলছ, এরূপ নয়। তিনি প্রিয় নবীজী (দ.)'র দরবারে এসে প্রার্থনা করেন এবং তিনি দো'আ করলে মহিলার দৃষ্টি শক্তি ফিরে পায় এবং তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে।" [৪]

১। আল কুরআন- ৩ : ১৯, ২। আল কুরআন- ৫ : ০৩, ৩। বুখারী শরীফ, ৪। বায়হাকী শরীফ।

দুই. সাহাবী হযরত কাতাদাহ (রা.)'র একটি চোখ শত্রুর তীরের আঘাতে বের হয়ে যায় এবং ঝুলন্ত হয়ে পড়ে। এ অবস্থা দেখে প্রিয় রাসূলে পাক (দ.) নিজের পবিত্র হাতে তা আসল স্থানে বসিয়ে দেন। যার ফলে ঐ চোখ দ্বিতীয় চোখের চেয়ে উত্তম এবং পরিস্কার দৃষ্টিতে দেখতে পেতেন। [৫]

তিন. হাতের ফুস্‌কা মিটে যাওয়া :

হযরত শোরাহ বিন কুফী (রা.) বর্ণনা করেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ (দ.)'র দরবারে উপস্থিত হয়ে জানালাম যে, আমার হাতের তালুতে ফোস্‌কা উঠেছে যার ফলে আমি বহু কষ্ট পাচ্ছি। এগুলোর কারণে আমি তরবারি ধারণ করতে পারিনা। তখন রাসূলুল্লাহ (দ.) তাঁর পবিত্র হাতের তালু আমার হাতের তালুতে ফোসকার স্থানে রেখে ঘষতে থাকেন। তিনি যখন তাঁর হাত আমার হাত হতে বিচ্ছিন্ন করেন তখন আমার হাতের তালুর ফোসকার চিহ্নমাত্র ছিল না। [৬]

চার. কর্তিত হাত জোড়া লাগানো :

ইসলামের প্রথম যুদ্ধ বদরে কাফির সরদার আবু জাহল সাহাবী হযরত মু'য়াব্বিয বিন আফরা (রা.)'র হাতে তলোয়ার দ্বারা ভীষণ আঘাত করে। তখন তিনি কর্তিত হাত নিয়ে প্রিয় নবীজী (দ.) এর নিকটে আগমন করেন। তখন তিনি আঘাত প্রাপ্ত হাতে থুথু মোবারক মালিশ করে পুনরায় লাগিয়ে দিলেন। অতঃপর কর্তিত হাতটি পূর্বের মতো মিলে গেলো। [৭]

পাঁচ : একদিনের শিশু কথা বলা : প্রখ্যাত সাহাবী হযরত মোয়াকেবে ইয়ামেনী (রা.) বর্ণনা করেন, আমি প্রিয় নবীজী (দ.)'র বিদায় হজ্জের দিন সেখানে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় পবিত্র মক্কা নগরীর বাসভবনগুলোতে গমন করি। এক গৃহে প্রিয় রাসূলুল্লাহ (দ.) কে উপস্থিত দেখলাম। সেখানে গিয়ে আমি একটি বিস্ময়কর ব্যাপার দেখলাম যে, এক ইয়ামামাবাসি ঐদিন ভূমিষ্ঠ একটি শিশু নিয়ে হাজির। প্রিয় রাসূলুল্লাহ (দ.) শিশুকে উদ্দশ্যে করে জিজ্ঞেস করলেন হে শিশু! আমি কে বলতো? সে বলল- আপনি আল্লাহ তায়ালার রাসূল, তিনি বললেন-তুমি সত্যি বলছো। আল্লাহ তোমাকে দীর্ঘায়ূ করুণ। অতঃপর শিশুটি বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত কথা বলেনি। তার উপাধী হয়ে গেল ইয়ামমা আলা মোবারক। [৮]

অন্যত্র বর্ণিত আছে যে, খাদ্‌'আম গোত্রের একজন মহিলা একটি শিশু নিয়ে মহা নবী (দ.)'র দরবারে উপস্থিত হলেন। শিশুটি ছিল বোবা, কথা বলতে পারত না, তখন রাসূলে পাক (দ.) পানি আনতে নির্দেশ দিলেন। তিনি ঐ পানি দ্বারা ওযু করলেন, আর অবশিষ্ট পানি মহিলাটিকে দিয়ে শিশুকে খাওয়াতে এবং শরীরে মালিশ করতে নির্দেশ দিলেন। যার ফলে শিশুটি পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠে স্পষ্ট ভাষায় কথা বলতে শুরু করল। [৯]

ছয়. হযরত আলী (রা.) সে সময় উপস্থিত ছিলেন না। কোরেশরা এ দূর্লভ সৌভাগ্যের আশায় প্রতীক্ষা করেছিলেন যে, তাদের মধ্যে থেকে নাম ঘোষনা করা হবে। ইতোমধ্যে দেখা গেল হযরত আলী (রাদ্বি.) একটি উটে আরোহন করে উপস্থিত হয়েছেন এবং তাঁর চোখে ছিল প্রচণ্ড ব্যথা। এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (দ.) তাঁকে কাছে ডাকেন এবং তিনি স্বীয় পবিত্র লো'আব (থুথু মোবারক) হযরত আলী (রাদ্বি.)'র নয়ন যুগলে প্রদান করলেন। এবং খাইবার বিজয়ের ঝান্ডা তাঁর হাতে তুলে দিলেন। অত:পর তিনি শাহাদাত বরণের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর চোখে কোন ব্যথা অনুভূতি হয়নি। [১০]

৫। বায়হাকী শরীফ. ৬। বায়হাকী শরীফ, বোখারী শরীফের বর্ণনামতে ঘটনাটি খায়বার যুদ্ধের তিন দিন পূর্বে সংগঠিত হয়েছিল।, ৭। তারীখ-ই বোখারী, ৮। কিতাবুশ শিফা, কাজী আয়াজ।, ৯। বায়হাকী শরীফ, ১০। কিতাবুশ শিফা, কাজী আয়াজ।

সাত. শিশুদের মূর্ছা রোগের ঔষধ :

মূর্ছারোগ শিশুদের জন্য মারাত্মক ব্যাধি। আরবীতে একে উম্মুছ ছিবায়ান বলা হয়। দুষ্ট পাখি, পেঁচাভীতি কিংবা অদৃশ্য শক্তি জ্বিন, ভূত ও পেত্নী ইত্যাদি দেখে ভীত হলেও এ রোগ হতে পারে বলে অনেকের ধারণা। হযরত ইমাম হাসান (রাদ্বি.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (দ.) এরশাদ করেছেন- যদি কারো পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে এবং এরপর ঐ ব্যক্তি তার শিশুর ডান কানে আজান দেয় এবং বাম কানে ইক্বামত বলে, তাহলে সে বাচ্চা মূর্ছারোগে আক্রান্ত হতে পারে না।

হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.) এ হাদীস মোতাবেক আমল করতেন। মুসলিম সন্তান জন্মের পর ঐ শিশুর কানে আযান ও ইক্বামত বলাও একটি রোগের ঔষধ। ইসলামের এ সুন্দর প্রথা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে নতুন গবেষণার দ্বার খুলে দিতে পারে এবং রাসূলুল্লাহ এ মহান শিক্ষার অনুসরণ করলে মূর্ছা রোগে আক্রান্ত হবে না।

প্রত্যেক রোগের প্রতিষেধক আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ব্যবস্থা আছে নি:সন্দেহে। মহানবী (দ.) এরশাদ করেন- "লি কুল্লি দায়িন দাওয়াউন, ইল্লা-সামুন"- অর্থাৎ মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের ঔষধ রয়েছে। প্রিয় রাসূলুল্লাহ এর একথাটি বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্ন আঙ্গিকে বলা হয়েছে। তিনি বিভিন্ন রোগ নিরাময়ের যেসব ঔষুধি দ্রব্যের নাম উল্লেখ করেছেন মুসলিম চিকিৎসাবিদগণ সে সব ঔষধ সম্পর্কিত হাদিস একত্রে বিভিন্ন নামে সংকলন করেছেন। লাউ-কদু সাধারণ সবজি তরকারীর একটি। কিন্তু এতে নানা রোগ-ব্যধি নিরাময়সহ বহু উপকারী এবং স্বাস্থ্য সম্মত তরকারী হিসেবে অত্যন্ত জনপ্রিয় ও বহুল ব্যবহৃত। চিকিৎসকদের মতে এর নানাবিধ উপকারের মধ্যে কলেরা রোগীর জন্যও বিশেষ উপাদেয়। প্রিয় নবীজী (দ.) লাউ-কদুকে অধিক হারে পছন্দ করতেন। এ প্রসঙ্গে খাদেমুর রাসূল হযরত আনাস বিন মালিক (রাদ্বি.) বর্ণিত হাদীস প্রণিধানযোগ্য। একদা জনৈক খলীফা (দর্জি) খাবার প্রস্তুত করে প্রিয় নবীজী (দ.) কে দাওয়াত করে এবং আমিও প্রিয় নবীজী (দ.) এর সঙ্গে গমন করি। ছাহেবে দাওয়াত যথেষ্ট রুটি ও গোশ্‌তের আয়োজন করে। অত:পর আমি দেখলাম যে, রাসূলুল্লাহ (দ.) পাত্রে কদু তালাশ করছেন। তখন থেকে পরবর্তী সময়েও আমি সর্বদা কদু পছন্দ করে আসছি। [১১]

এই হাদীসের ভিত্তি করে পরবর্তী মুসলিম দার্শনিক ও চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ কদু'র বিভিন্ন উপকারিতা ও রোগ নিরাময়ে কদুর প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন করতে সামর্থ হয়েছেন।

আল্লাহর প্রিয় রাসূল (দ.) সায়েদুল কাউনাইন, সমগ্র বিশ্বের জন্য মহানবী এবং রাহমাতুললিল আলামীন। সুতরাং সকলের মুক্তি ও সামগ্রিক মঙ্গল কল্যাণ ছিল তাঁর চিরন্তন আদর্শ-শিক্ষা। মানব সমাজের স্বাস্থ্য রক্ষা ও রোগ-ব্যাধি নিরাময়ের ব্যাপারে তিনি সর্বদা সজাগ ছিলেন। আত্মশুদ্ধি, আধ্যাত্মিক শিক্ষার পাশাপাশি দৈহিক এবং শরীরের ভিতরে-বাইরের রোগের চিকিৎসার ওপর যেমন গুরুত্বারোপ করেছেন, তেমনি সু-চিকিৎসার উপায়েরও সঠিক নির্দেশনা দিয়েছেন। তাই প্রিয় নবীজী (দ.) কে বলা হয় ত্ববীব-ই-আজম তথা মহান চিকিৎসা বিজ্ঞানী।

১১। বোখারী শরীফ।

কু-রিপু সমূহের পরিচয় ও উহাদের ধ্বংসকরার উপায়

লিখক : হাফেজ মওলানা মুহাম্মদ আবু মুছা।
সভাপতি জাতীয় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ইমাম সমিতি, চকরিয়া উপজেলা ও
সাংগঠনিক সম্পাদক
গাউছিয়া আহমাদিয়া এমদাদীয়া ওলামা কমিটি
কেন্দ্রয়ী কার্যকরী সংসদ, ফটিকছড়ি-চট্টগ্রাম।

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين-

মানুষ হচ্ছে اشرف المخلوقات বা সৃষ্টির সেরা জীব। মানুষকে তার এই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিযোগীতা বা যুদ্ধের মাধ্যমে ছিনিয়ে আনতে হয়। যুদ্ধে যদি পরাজিত হয় তাহলে এই সৃষ্টির সেরা মানুষের স্থান হয় اسفل سافلين বা সৃষ্টির সর্ব নিম্নে, কুরআনের ভাষায় এদের বলা হয় كالانعام بل هم اضل অর্থাৎ "তারা পশুর সমান বরং পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট"। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যুদ্ধ ক্ষেত্রের অবস্থান কোথায় এবং প্রতিপক্ষ শত্রু কারা? এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় মানব দেহে এবং প্রতিপক্ষ শত্রু, মানব দেহের অভ্যন্তরস্থ কু-রিপু সমুহ। এই কু-রিপু সমুহ যেহেতু মানুষকে সব রকমের গোনাহের কার্যে লিপ্ত করে থাকে, তাই এসব কু-রিপু সমুহ ধ্বংস করা ফরজ। কু-রিপু সম্পর্কে 'ফতোয়ায়ে শামী' কিতাবের ১ম খন্ড ৪০ পৃষ্টায় আছে-

وهو معطوف على الفقه لاعلى التبحر

لما علمت من ان علم الاخلاص والعجب والحسد والرياء فرض عين ومثلها وغيرها من افات النفوس كالكبر والشح والحقد والغش والغضب والعداوة والبغضاء والطمع والبخل والبطر والخيلاء والخيانة والمداهنة والاستكبار عن الحق والمكر والمخادعة والكسوة وطول الاصل ونحوها مما هو مبين فى ربع المهلكات من الاحياء قال فيه ولا ينفك عنها بشر فيلزمه ان يتعلم منها مايرى نفسه محتاجا اليه وازالتها فرض عين لايمكن الا بمعرفة حدوها واسبابها وعلاجها فان من لايعرف الشريقع فيه-

অর্থাৎ- এবং উহা (এলুমে কালব) ফেকাহের সংগে যোগ তাবাহুরের সংগে নয়। সদগুণসমূহ এবং আত্ম-প্রশংসা,

হিংসা, রিয়া, অহংকার, ভর্ৎসনা, ক্রোধ, শত্রুতা, লোভ, কৃপনতা, তোষামোদ, সত্য হতে ফিরিয়ে থাকা, চক্রান্ত, প্রতারণা, নিষ্ঠুরতা, দুরাশা প্রভৃতি নাফ্ছের কু-রিপু সম্বন্ধে অবগত হওয়া অবশ্যই কর্তব্য। যা এহ্ইয়াউল্ উলুম কিতাবে রবিউল মোহ্ লেকাতে বর্ণিত আছে। এ সকল কু-রিপু হতে কোন মানুষই বেঁচে থাকিতে পারেনা। কাজেই প্রত্যেকের পক্ষে আবশ্যক পরিমাণ উক্ত বিষয় শিক্ষা করা কর্তব্য এবং কু-রিপুগুলি অন্তর হতে দুর করা অপরিহার্য্য কর্তব্য। আবার উক্ত কু-রিপুগুলির পরিচয় না জানলে দুর করাও যায় না। প্রকৃত পক্ষে যে ব্যক্তি পাপকার্যগুলি চিনতে অক্ষম সে উহাতে পতিত হবেই। তাহ্তাবী কিতাবের প্রথম খন্ড ৩১ পৃষ্ঠায়ও উক্তরূপ বর্ণিত আছে।

এ প্রসংগে কুরআন মাজীদের সুরা আনয়ামে বর্ণিত আছে وذروا ظاهر الا অর্থাৎ "এবং তোমরা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গোনাহ সমূহ ثم وباطنه ত্যাগ কর।" অর্থাৎ- "ইন্দ্রিয় গঠিত গোনাহ এবং নাফ্ছের প্রতারণা অন্তরে যে কু প্রবৃত্তি সৃষ্টি হয়, উভয় গোনাহ ত্যাগ কর।"

তাজকেরাতুল ওয়ায়েজীন কিতাবের ৮০ পৃষ্ঠায় রয়েছে-

وعن شقيق بن ابراهيم قال هذه الاقسام لوان رجلا عاش مائتى سنة ولا يعرف هذه الاشياء الاربعة ليس شيء احق به من النار احدها معرفة الله عزوجل والثانى معرفة ماعمل الله والثالث معرفة عدو الله والرابع معرفة نفسه-

অর্থ- শকীক বিন ইব্রাহীম বলখী (রঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন- যে ব্যক্তি দু'শত বৎসর জিন্দেগানী করল, আর এই চারটি বস্তু চিনল না তার জন্য দোজখ ব্যতীত কিছুই নহে, চারটি বস্তুর ১টি হল- আল্লাহ জাল্লাজালালোহুর মা'রেফাত, ২য়-আল্লাহ্ তা'য়ালার সন্তুষ্টি লাভের জন্য কোন্ কোন্ আমলের দরকার উহাদের পরিচয়, ৩য় আল্লাহ্র শত্রুকে চিনে নেয়া, ৪র্থ - নিজ নাফ্ছকে চিনে নেয়া।

যে সকল কু-রিপু সমূহ মানুষকে পশুত্বে পরিণত করে ওরা কারো মতে ৬টি কারো মতে ৭টি আর কারো মতে ১০ টি। জনৈক ফারসী কবি চার লাইন কবিতার মাধ্যমে তা খুবই সুন্দর ভাবে তুলে ধরছেন, যথা-

خوتهى كه شو دل تو چوں الف - ده چيز بروكن ازدروں سينه - حرص
وطمع وبخل وحرام وريا- كذب غيبت وكبر وحسد وكينه

অর্থ-"যদি তোমার অন্তরকে আয়নার ন্যায় পরিস্কার করতে চাও, তবে অন্তর থেকে দশটি দুষিত বস্তু বের করে দাও।" যথা-

১। حرص (হেরছ) - উপস্থিত বস্তুর প্রতি লোভ, ভাল মন্দ বিচার না করে লাভ করার ইচ্ছা।
২। طمع (তমা) - অনুপস্থিত বস্তু পাওয়ার প্রতি অধিক আগ্রহ।
৩। بخل (বোখল) - কৃপনতা।
৪। حرام (হারাম) - শরীয়ত ও তরীকত অনুযায়ী নিষিদ্ধ কাজ।
৫। ريا (রিয়া) - ভন্ডামী, লোক দেখানো ইবাদাত ইত্যাদি।

৬। كذب (কিজব) - মিথ্যা আচরণ।

৭। غيبت (গীবত) - পশ্চাতে বা অগোচরে পরনিন্দা।

৮। كبر (কিবর) - অহংকার বা আত্মগরীমা।

৯। حسد (হাছদ) - হিংসা বা পরশ্রী কাতরতা।

১০। كينه (কিনা) - আন্তরিক শত্রুতা পোষণ করা।

মানুষকে পশুত্বে রূপান্তরকারী প্রবৃত্তি বা কু-রিপু হচ্ছে ১০ প্রকার। আর একজন মানুষের দিকও হচ্ছে ১০টি। যেমন উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব পশ্চিম-ঈশান-বায়ু- অগ্নি- নৈঋত- উর্ধ- অধঃ। এখন একজন মানুষকে যদি ১০টি রিপু ১০ দিক থেকে আক্রমন করে, তাহলে তার বেঁচে থাকার কথা নয়। যদি এই দশজন শত্রুর আক্রমন থেকে বাঁচার ইচ্ছে হয়, তাহলে তাকে অবশ্যই যুদ্ধের কলা কৌশল সম্পর্কে নিপুলভাবে অভিজ্ঞ হতে হবে। আর এই অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হলে তাকে অবশ্যই একজন দক্ষ প্রশিক্ষকের কাছে গিয়ে প্রশিক্ষণ নেয়া ছাড়া বিকল্প অন্য কোন পন্থা নেই। এই দক্ষ প্রশিক্ষকের নাম হচ্ছে পীরে কামেল বা কামেল মুরশিদ। আর প্রশিক্ষণ হচ্ছে নফি এছ-বাতের জিকির বা মুরশিদের নির্দেশিত পন্থা।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, আল্লাহ মানুষকে যেই শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন সেই শ্রেষ্ঠত্ব যদি বজায় রাখতে হয় তাহলে তাকে প্রধানত : ২টি কাজ করতে হবে। তম্মধ্যে একটি হচ্ছে মানব দেহের অভ্যন্তরস্থ কু-রিপু সমূহ ধ্বংস করতে হবে। অপর টি হচ্ছে- কু-রিপু সমূহকে ধ্বংস করার জন্য একজন দক্ষ প্রশিক্ষকের কাছে নিপুলভাবে প্রশিক্ষণ নিতে হবে। এখন আরেকটা প্রশ্ন রয়ে যায় যে, সঠিক বা প্রকৃত প্রশিক্ষক বিষয়ে বর্তমান বাজারে যারা প্রশিক্ষক রয়েছেন তাদের অনেকেরই নিজের প্রশিক্ষণ নেই। প্রশিক্ষণ না নিয়েই নিজে নিজে প্রশিক্ষক বনে যায়। এমতাবস্থায় আমরা দক্ষ প্রশিক্ষক কোথায় পাই। এটা সকলের জানা আছে যে, মানুষকে শরীয়ত, তরীকত, মা'রেফাত ও হাকীকতের সর্ব প্রকারের শিক্ষা দিয়ে চরিত্রের উন্নত সোপানে আরোহণ করাবার জন্যে আমাদের মহানবী জনাবে আহমদ মোজতাবা মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম দুনিয়ার বুকে তশরীফ এনেছেন। এ প্রসংগে নবীজী স্বয়ং নিজেই তাঁর নূরানী জবানে এরশাদ করেছেন بعثت معلما "আমি নিজে- (সর্ব বিষয়ে) শিক্ষক হিসেবে প্রেরীত হয়েছি।" সুতরাং নফ্ছের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হওয়ার সর্ব প্রধান প্রশিক্ষক হলেন জনাবে মুহাম্মদুর রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াছাল্লাম। মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম নশ্বর দুনিয়া থেকে পর্দা করার পর তাঁর মহামান্য আহাল বা আহলে বায়াতগণ অর্থাৎ আওলাদে রাছুল (সঃ) গণ এই মহান দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। এমন আওলাদে রাছুল (সঃ) এঁর সান্নিধ্যে এসে যারা শিক্ষা-দিক্ষা গ্রহণ করে তা স্বীয় জীবনে প্রতিফলন ঘটিয়েছেন তারাও একেকজন আলোকিত মানুষ বা ইনছানে কামেল হিসেবে গণ্য হয়েছেন। শুধু তা নয় তারা আবার অন্য জনকে এই শিক্ষা-দীক্ষা বা প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কু-রিপু সমূহকে পরাভূত করে একের ঘরে বসবাসের যোগ্য হিসাবে গড়ে তোলেন। তাই যে সকল ভাগ্যবান ব্যক্তি রাছুল (সঃ) এঁর রুহী ওয়ায়েছ আহলে বায়াতগনের নূরানী হাতে বাইয়াত হয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদেরকে ইনছানে কামেল হিসাবে যোগ্যতা সম্পন্ন করতে পেরেছেন, এমন ভাগ্যবান লোকদের সন্ধান করে তাঁদের থেকেই এই প্রশিক্ষণ নিতে হবে। এক্ষেত্রে খেলাফতপ্রাপ্ত শজরাধারী আওলাদে রছুল (সঃ) গন হলেন অগ্রগণ্য। কেননা এ প্রকৃতির আওলাদে রাছুল (সঃ) এঁর কাছে রাসুলের (সঃ) খোঁশবো ও আদর্শ উত্তম ভাবে বর্তমান। আমরা এশিয়াবাসীর ভাগ্য অত্যন্ত প্রসন্ন যে, এই এশিয়া মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত ছোট্ট একটি দেশ বাংলাদেশের চট্টগ্রামের মাইজভাণ্ডার গ্রামে রাছুল (সঃ) এঁর ৩৭তম আওলাদ এবং আহলে বায়াত হুজুর গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ সুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) কে আল্লাহ প্রেরণ করেছেন। আর শজরার সেই ধারাবাহিকতায় রাছুল (সঃ) এঁর ৩৯তম আহাল

হচ্ছেন খেলাফত প্রাপ্ত আওলাদে রাছুল (সঃ) আওলাদে গাউছুল আজম, দরজায়ে অছিয়ে গাউছুল আজম, রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরীকত আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ সুফী ছৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ জিঃ আঃ)। অতএব, মানব দেহের অভ্যন্তরস্থ কু-রিপু সমূহ ধ্বংস করার প্রশিক্ষণ নেওয়ার একটি উত্তম আঙ্গিক হল মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের আধ্যাত্ম শরাফতের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণ পুরুষ আওলাদে রাছুল (সঃ) হুজুর গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ সুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ প্রকাশ হযরত ছাহেব কেবলা (কঃ) এর দরবারের সাজ্জাদানশীন ও আওলাদে রাছুল (সঃ) ও রুহী ওয়ারেছ, আওলাদে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ সুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাঃ জিঃ আঃ) এঁর পবিত্র সান্নিধ্য ও নুরানী ছোহবতে এসে তাঁর নূরানী হাতে বাইয়াত গ্রহণ করা, তাঁর নির্দেশিত পন্থায় কু-রিপু সমুহের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়াই হল বর্তমান সময়ের সর্বোৎকৃষ্ট উপায় ও শ্রেষ্ঠ পন্থা। হে মালিক আমাদেরকে এই অফুরন্ত নেয়ামত গ্রহণ পূর্বক ইনছানে কামেল বা আশরাফুল মাখলুকাত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন বিওয়াছিলাতি ছৈয়্যদিল মুরছালীন ওয়া গাউছিল আলামীন।

"সৈয়দ এমদাদুল হক হানেফী মজহাব,
সুন্নতে এজমা বিধি ফতোয়ামতে আমার
মনোনীত সাজ্জাদানশীন সাব্যস্ত।।"

-হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ)

২৯ শে আশ্বিন খোশরোজ শরীফ উপলক্ষে প্রকাশিত "জ্ঞানের আলোর" সফলতা এবং মুর্শিদে বরহক আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ) মেহেরবানীর প্রত্যাশায়।

মুহাম্মদ এনামুল হক
সদস্য সচিব
গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া খেদমত কমিটি
পূর্ব ধলই শাখা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

"গোপ্তে আহাদ-নামেতে আহ্মদ।
মানব সুরতে-আদম সরদার।।"

২৯ শে আশ্বিন খোশরোজ শরীফ উপলক্ষে প্রকাশিত

'জ্ঞানের আলো'র সফলতা কামনায়-

সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম হযরত মওলানা
শাহ্ ছুফী **সৈয়দ দেলাওর হোসাইন**
মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর বিশিষ্ট মুরিদ জনাব
আবদুল গণি ছালেক এর আওলাদগণের পক্ষে-

মুহাম্মদ আলী আসগর চৌধুরী
ধলই, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
মোবাইল : ০১৮১৬-৩৫৯০৫৬

হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর অমিয় বাণী সমগ্র-পর্ব-৮

অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী
অধ্যক্ষ, মাইজভাণ্ডার রহমানিয়া মইনীয়া দরসে নেজামী মাদরাসা
মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

পূর্ববর্তী সংখ্যা সমূহে ১৩১ নং থেকে ১৪৪ নং পর্যন্ত কালামে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) প্রকাশ করা হয়েছে, এ পর্বে তৎপরবর্তী কলাম মুবারক প্রেক্ষাপট সহ লিপিবদ্ধ করা হলো :

কালাম : ১৪৫। "সে হারামজাদা, তাহাকে কিছু বেশী দিয়া আপোষ কর।"

প্রেক্ষাপট : জনৈক ব্যক্তি তার ভাই এর জুলুম নির্যাতনের মাধ্যমে তার ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে মর্মে হযরত আকদছের খেদমতে অভিযোগ পেশ করলে হযরত তাকে উপরোক্ত কালাম ফরমান। তাতে নিজের আংশিক ক্ষতি হলেও আপোষ রফা করা যে উত্তম সে আদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে।

কালাম : ১৪৬। নবী করীম (স.) দুনিয়াকে "দারুল হোজন" বলিয়াছেন। আর তুমি বল শাদী।

প্রেক্ষাপট : হযরত কেবলার পাক দরবারে কেউ শাদীর (বিয়ের) কথা বললে তিনি জালাল হয়ে যেতেন এবং উপরোক্ত কালাম ফরমাতেন। তার এ কালাম মুবারকে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তির প্রকৃষ্ট প্রমান মেলে।

কালাম : ১৪৭। দেখ দুনিয়া "দারুল রেহালত" পানথশালা। এখানে অতসুন্দর ও বেশী প্রশস্ত ঘরের দরকার কী ? দুদিন বিশ্রাম করার দরকার মাত্র।

প্রেক্ষাপট : হযরত কেবলা (ক.) এর একমাত্র পুত্র মওলানা সৈয়দ ফয়জুল হক সাহেবকে বিয়ে করানোর পর হযরত কেবলার সহধর্মীনী বসত বাড়ীটা প্রশস্ত ও সুন্দর করার জন্য হযরত সমীপে বারবার অনুমতি প্রার্থনা করলে হযরত কেবলা উপরুক্ত কালাম ফরমান। এতে প্রয়োজনাতিরিক্ত ঘর বাড়ী নির্মান যে আধ্যাত্মিক ও সূফী দর্শণের পরিপনথী সে কথাটা স্পষ্ট হয়ে গেল। তার নিকট আনীত অগনিত হাদিয়া ও টাকা পায়সা তিনি সঞ্চয় না করে লোকজনের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন।

কালাম : ১৪৮। আবদুর রহমান মিয়া এক খানা বালাপোষ তৈয়ার করিয়া রাখ।

প্রেক্ষাপট : হযরত কেবলার বেহাই চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানার মির্জাপুর নিবাসী মওলানা সৈয়দ মছিহউল্লাহ সাহেব শীতের রাতে তাহাজ্জুদ পড়তে উঠে শীত অনুভব করে মনে মনে আশা করলেন যদি বেহাই হযরত কেবলার নিকট সংবাদ পাঠাই তাহলে নিশ্চয়ই তিনি আমার জন্য শীত বস্ত্র পাঠাতেন। হযরত কেবলা (ক.) বেহাই সাহেবের মনের বাসনা জেনে তার মনো বান্ছা পূরনার্থে তার নিকট বালাপোষ প্রেরণের উদ্দেশ্যে ঐ লোকটিকে উক্ত কালাম দ্বারা নির্দেশ দেন। বুঝা গেল হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (ক.) ছিলেন পর দুঃখে দুঃখী ও অন্তর্যামী।

বেহাই সাহেবেও তার নিকট প্রেরিত বালাপোষ খানা পেয়ে অবাক হয়েছিলেন যে, হযরত কেবলা মনের গোপন খবরও রাখেন।

কালাম : ১৪৯। "মিঞা তুমি তোমার ধর্মে থাক আমি তোমাকে মুসলমান করিলাম"।

প্রেক্ষাপট : চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলার নিশ্চিন্তাপুর গ্রাম নিবাসী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ধনন্জয় নামক এক ব্যাক্তি হযরতের নিকট ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হবার জন্য বার বার অনুরোধ করেও হযরতের সম্মতি পেলেন না। পরে শাহ্ সুফী মওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী কেবলা (ক.) তার পক্ষে সুপারিশ করে আর্জিপেশ করলে

হযরত কেবলা তাকে ডেকে উপরোক্ত কালামটি ফরমান। হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী কেবলা (ক.) এর বেলায়তী তছররুফাতের ক্ষমতা যে কত উচ্চ মার্গের তা তার উক্ত কালাম থেকেই প্রতীয়মান হয়। জাহেরী ভাবে ইসলামের দীক্ষা দিতে অসম্মত হলেও তিনি হাকিকী ভাবে বাস্তব ইসলাম ও হাকীকী ঈমান দান করার ক্ষমতা রাখেন। উক্ত ঘটনাটিই তার প্রকৃষ্ট প্রমান।

অনুরূপ হযরত গাউছুল আজম পীরানে পীর দস্তগীর শেখ সৈয়দ মীর মহিউদ্দীন আবদুল কাদের জীলানী বাগদাদী (ক.) এর সংশ্লিষ্ট একটি ঘটনা রয়েছে যে, তাঁর কাপড় ধৌতকারী এক ধুপী ছিল অমুসলিম। কিন্তু জাহেরী ভাবে তাকে মুসলমান করা না হলেও তাঁর আধ্যাত্মিক তছররুফাতের ফলশ্রুতিতে উক্ত ধোপা লোকটি পরোক্ষ ভাবে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে যায়। ফলে তাকে আর চিতায় দাহ করা সম্ভব হয়নি। অগ্নি দিয়ে জ্বালাতে অক্ষম হয়ে তার সগোত্রীয়রা তাকে বাধ্য হয়ে মুসলিম রীতিতে কবর দেয়ার জন্য মুসলামানদের হাতে তুলে দেয়। বর্ণনায় এসেছে যে, উক্ত ধুপী ব্যাক্তি কবরে মনকির নকীরের প্রশ্নাদির একটি মাত্র উত্তর দিয়ে ছিল। তা হলো "পীরনে পীর"। অর্থাৎ-প্রভুকে ? পীরানে পীর। নবী কে? পীরানে পীর। ধর্ম কী? পীরানে পীর। এতে সে কবর জগতে মুক্তি লাভ করে। এটা হযরত গাউছুল আজম দস্তগীর পীরানে পীর কেবলা (ক.) এর তসররুফাতের একটি কারিশমা।

কালাম : ১৫০ তোমাকে আজল (অর্থাৎ বাস্তবে) মুসলমান করিয়াছি। নিজের হাতে পাকাইয়া খাইও। পরের হাতের পাক খাইওনা। আমাকে নিরীক্ষণ কর। আমি বারমাস রোজা রাখি। তুমিও রোজা রাখিও। দেখ মাদার গাছে ফুল হয় ফল হয় কি।

প্রেক্ষপট : কদুরখিল মৌজার শ্রীকান্ত চৌধুরী বাড়ীর হিন্দু মুন্সেফ নিঃসন্তান অভয়চরণ বাবু একদা হযরত সমীপে হাজির হইয়া ইসলাম ধর্মে দিক্ষীত করতে এবং সন্তান লাভেরজন্য আর্জি জানালে উত্তরে হযরত উপরোক্ত কালাম করেন। ইহাতে তিনি বুঝিতে পারিলেন তাহার সন্তান হইবে না। আনুষ্ঠানিক ভাবে মুসলমান হওয়ারও তাহার প্রয়োজন নাই। রোজা নামাজের উদ্দেশ্য মতে পাপ বিরত থাকিয়া নিজের বুদ্ধিকে সামনে রাখিয়া চলাই প্রকৃত ইসলাম। এই পথ অনুসরণ করিয়া চলিলেই তাহার জন্য যথেষ্ট হইবে। হযরত তাহাকে ইহার প্রতি নির্দেশ দিতেছেন।

কালাম : ১৫১। "খানা নিয়া যাও"। দাদা ময়না আসিলে এক সাথে বসিয়া খাইব।

প্রেক্ষাপট : মাইজভাণ্ডারী তরীকার স্বরূপ উম্মোচক অছীয়ে গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্সুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) সাহেব বাল্যকালে তার নানা বাড়ী চট্টগ্রাম হাটহাজারী থানার মির্জাপুর গ্রামের মওলানা সৈয়দ মছিহুল্লাহ মির্জাপুরীর বাড়ীতে বেড়াতে গিয়ে একদিন অবস্থান করায় হযরত কেবলা তার নাতির জন্য ব্যকুল হয়ে উঠেন । সামনে খানা আনা হলে তিনি ফেরত দেন। পুরোদিন আহার্য্য গ্রহণ না করে তিনি আপন নাতির প্রতি গভীর স্নেহ ও ভালাবাসা প্রকাশ করেন এবং উপরোক্ত কালাম ফরমান।

কালাম : ১৫২। "নবাব হামারা দেলা ময়না হায়। ফের আওর কোন নবাব হায়" ?

প্রেক্ষাপট : কুমিল্লা জেলার নবাব জনাব হোচ্ছামুল হায়দার তার নায়েব চিওড়া নিবাসী আজিজ মিঞা কে বহু হাদীয়া উপঢৌকন সহ হযরত কেবলার খেদমতে পাঠান। দরবারে উপস্তিত হয়ে উক্ত আজিজ মিয়া হযরতের খেদমতে আরজ করল হুজুর নবাব হোচ্ছামুল হায়দার আপনার খেদমতে এই হাদীয়াগুলি পাঠিয়েছেন। এসময় হযরত কেবলা (ক.) জালালী অবস্থায় ছিলেন। নবাব শব্দটি শুনে তিনি জালাল অবস্থায় উক্ত কালামটি ফরমান। তাতে তার পৌত্র হযরত দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

কালাম : ১৫৩। "তোম কোন সুলতান হ্যায় ? সুলতান হামারা দেলা ময়না হ্যায়"।

প্রেক্ষাপট : বাঁশখালী নিবাসী সুলতান আহমদ নামক এক ব্যক্তি হযরতের খেদমতে উপস্থিত হন। হযরত তার নাম জিজ্ঞাস করলে তিনি উত্তরে বলেন নাম সুলতান আহমদ। হযরত সুলতান শব্দ শোনা মাত্রই উক্ত কালাম করেন। এতে দেলাওর হোসাইন (ক.) এর শরাফত প্রকাশ পেয়েছে।

কালাম : ১৫৪। দুধের শরবত বানাও।

প্রেক্ষাপট : অছিয়ে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত শাহ্ সুফী মওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন (ক.) শৈশবে একদা বাড়ীর আঙ্গিনায় খেলার ছলে 'গাউছে মাইজভাণ্ডার, মুজেহ শরবত পেলাদো তিয়েঃগীয়ে দেলকো মেরে আজ ভুজা দো'।

গান খানা গাওয়ার সময় হযরত আকদছ (ক.) আন্দর বাড়ীতে গদীশরীফে উপবিষ্ট অবস্থায় গান শ্রবণ করত: খাদেমকে ডেকে দুধের সরবত বানাতে বলেন এবং হযরত হাসিতে হাসিতে অছিয়ে গাউছুল আজমকে বলেন– দাদা ময়না শরবত খাইবেন?

হযরত দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী কে হযরত আকদছ (ক.) নিজের সামনে ডেকে শরবত তৈরী করে আনলে পরে নিজে কিছুপান করেন। বাকী কিছু শিশু দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী কে পান করান। অবশিষ্ট শরবত অন্যান্যদের মাঝে বিলিয়ে দেয়া হয়।

কালাম : ১৫৫। "মীর হাছান মিয়া নাবালেগ আমার "দেলা ময়না" বালেগ ! দেলা ময়নাই আমার গদীতে বসিবেন"।

প্রেক্ষাপট : হযরত কেবলা (ক.) এর পার্থিব নশ্বর জীবনের শেষ সময়ে এক জুমাবারে তাঁকে দেখতে আসা আশেক ভক্ত, মহল্লার সর্দার উপস্থিত জনতার পক্ষ হতে জনাব আছাব উদ্দীন হযরতের নিকট পরবর্তী গদী নশীন নির্বাচন করার জন্য মীর হাসান মিয়ার নাম প্রস্তাব করলে হযরত আকদস উপরোক্ত কালাম করেন। এ রহস্য মন্ডিত বানীর আন্তরনিহিত ভাব ছিল যে, মীরহাসান মিয়া বড় নাতী হওয়া সত্বেও হযরত কেবলা দিব্যচোখে দেখতে পেয়েছিলেন যে, হযরত কেবলার পর্দা করা পর মাত্র তেতাল্লিশ দিনের মাথায় মীর হাসান মিয়াও জান্নাত বাসী হবেন। ফলশ্রুতীতে হযরত দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী কেবলা অর্থ্যৎ মেঝ নাতিকে হযরত আকদাস তার স্থলাভিষিক্ত ঘোষনা দিয়ে উপরোক্ত কালাম করেন।

কালাম : ১৫৬। মিঞা ! রাছুলুল্লাহর (দ:) দুইজন নাতী হাছনাইন কে চিননা? (হযরত হাসান ও হোসাইন (আঃ) কে একত্রে হাসনাইন বলা হয়) আদবের মোকাম, আদব করিও।

প্রেক্ষাপট : হযরত আকদস এর দুই পৌত্র, একজন মীর হাসান, অন্যজন দেলাওর হোসাইন। উভয়কেও একত্রে হাসনাইন বলে অভিহিত করেছেন স্বয়ং হযরত আকদছ। হাসনাইন, হাসান-হোসাইন নামের মাহাত্মই ফুটে উঠেছে উক্ত কালামে। এটা ইসলামী বিধান সম্মত কথা। একদা হযরতের ভ্রাতুস্পুত্র সৈয়দ মুহাম্মদ হাসেম সাহেব ভোর বেলায় সৈয়দ মীর হাসান সাহেব কে নিদ্রা হতে একটু কর্কশ ভাষায় ডেকে উঠাতে শুনে হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (ক.) উক্ত কালাম এরশাদ ফরমান।

হযরত কেবলার উপরোক্ত কালামে এই ইঙ্গিত যে, হযরত নবীর এবং তাহার পৌত্রদ্বয় হযরত হাছান হোসাইনের জ্বিল বা প্রতিচ্ছবি।

কালাম : ১৫৭। "ইউসুফের মতো সুন্দর দেখিতেছি, যেন ইউছুফের মতো সুন্দর দেখিতেছি"।

প্রেক্ষাপট : হযরত আকদাসের প্রতি পতঙ্গতুল্য আশেক ছিলেন তারই ভ্রাতুস্পুত্র বাবাভাণ্ডারী কেবলা (ক.)। একদিন

তিনি হযরত কেবলার কদম শরীফ দুখানাকে দুহাতে এমন ভাবে জড়িয়ে ধরলেন যে, হযরত কিছুতেই তাকে ছাড়াতে পারলেন না।

পরে তিনি জজবাতী হালতে তন্ময় অবস্থায় তাঁকে চেয়ারের হাতল দ্বারা প্রহার করতে আরম্ভ করলেন, মারতে মারতে তার সমস্ত বদন মোবারক রক্তাক্ত করেছিলেন, মাথার চুল মোবারক ধরে মুখমন্ডেলকে উপরের দিকে ফিরায়ে সুন্দর চেহারার প্রতি জজবাতী দৃষ্টি নিক্ষেপ করত: বলতে লাগলেন - উপরোক্ত কালাম শরীফ।

কালাম : ১৫৮। তাহা ঠিকই; তাহাকে আমার একটি চক্ষু দিয়া দিয়াছি ! সে শেষ পর্যন্ত আমার দুইটি চক্ষুই চায়, তাহাকে আমার দুইটি চক্ষুই দিয়া ফেলিলে আমি চলিব কি করিয়া।

প্রেক্ষাপট : প্রাগুক্ত ঘটনায় বাবা ভাণ্ডারী আঘাত প্রাপ্ত হলে তার ও হযরত আকদাসের পরিবারের জ্যেষ্ঠ মহিলাগণ তাকে কৌশলে ছাড়িয়ে নেন এবং আঘাতের স্থানে তৈল দিয়া ক্ষতস্থান বেধে দেন। হযরত আকদাসের সহধর্মীনী বলেন : এভাবে তাকে ক্ষত বিক্ষত করে প্রহার করা কী আপনার উচিৎ হয়েছে। একথা শ্রবনে হযরত কেবলা (ক.) উপরোক্ত কালাম ফরমান।

এ কালাম মুবারকে বাবাভাণ্ডারীর প্রতি হযরতের অপার করুণা এবং উচ্চ মর্যাদার ইঙ্গিত প্রতিফলিত হয়েছে।

কালাম : ১৫৯। "আমি একদিন আমার ভাই পীরানে পীর সাহেবের সহিত কাবা শরীফে ঢুকিয়া দেখিতে পাইলাম রাছুলে করিম (দ.) এর ছদর মোবারক (ছিনা) এক অসীম দরিয়া। আমরা উভয়ে উহাতে ডুব দিলাম। পরে দেখি, দরজাতে রক্ষিত আমার দারুচিনি গাছের লাঠিটি হারিচান্দ চুরি করিয়া তাহার নিজের চাকের কাঠি বানাইয়াছে"।

প্রেক্ষাপট : হযরত কেবলা কাবার রহস্য মন্ডিত কালামগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। হযরত মওলানা শাহ্ সুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর উপস্থিতিতে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের পার্শ্বস্থ কুলাল পাড়া বা কুমার পাড়ার হরিচান্দ নামক এক ভক্ত হযরতের খেদমতে আসলে তাকে দেখামাত্র হযরত আকদাস তার প্রতি চটে যান এবং জালালী হালতে উপরোক্ত কালামটি ফরমান।

এতে হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (ক.) এবং হযরত গাউছুল আজম পীরানে পীর জীলানী (ক.) এর মধ্যে নিবিড় ও গভীর সম্পর্কের কথা পরিস্ফুটিত হয়েছে। সাথে সাথে উভয়ের মধ্যে অভিন্নতা প্রকাশ পেয়েছে। আর লোকে সুযোগ পাইয়া তাহার অবস্থাকে দুনিয়ার স্বার্থ হাছিলের লক্ষে ব্যবহার করে তার ইঙ্গিত রয়েছে।

কালাম : ১৬০। আমার চার কুরছি আছে, চার ইমাম আছে, বারটি বুরুজ বা ছেতারা আছে, বারখানি কাছারী আছে।

প্রেক্ষাপট : হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (ক.) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে পৃথক পৃথক ভাবে উক্ত কালামগুলো করেছেন। এতে আধ্যাত্বিকতা ও মাইজভাণ্ডারী তরীকার বিভিন্ন পদবী, পনথা, মর্যাদা ইত্যাদির কথা প্রতিফলিত হয়েছে। সময়ে সময়ে হিসাব করিয়া উহাদের নামও বলতেন। জজ্বা সহকারে উক্ত কালামগুলো করতেন হযরত কেবলা (ক.)।

কালাম : ১৬১। "নবী করিম (দ.) কে পাছ দোটুপী থে, এক হামারে ছেরপর দিয়া দোছরে হামারা বড় ভাই পীরানে পীর ছাহেব কা ছের পর দিয়া" অর্থাৎ- নবী করিম (দ.) এর নিকট দুটি মুকুট ছিলেন একটি আমার মস্তকে অপর টি আমার বড়ভাই পীরানে পীরের মস্তক মুবারকে পরিয়ে দিয়েছেন।

প্রেক্ষাপট : বিভিন্ন সময় হযরত আকদস আপন পদ মর্যাদার কথা এভাবে কালাম মুবারকের মাধ্যমে প্রকাশ করে দিতেন। তার এ কালাম গাউছুল আজম বা সৃষ্টি কুলের মহান ত্রান কর্তারূপে আবির্ভূত হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

কালাম : ১৬২। ভাই আবদুল হামিদ, তোমার স্ত্রী যখন ভাত পাক করে, তুমি কি তা দেখেছ ? পতিলের মুছে ঢাকনি থাকে কিনা। যদি ঠিক না থাকে তবে তোমার চিন্তা করা উচিৎ। সামান্য অগ্নিতাপে পাতিলের ঢাকনি উত্তপ্ত হইয়া অসহ্যে উছলিয়ে পড়ে। অথচ খোদার অফুরন্ত আবনীয় দাউ দাউ আকারে প্রজ্জ্বলীত প্রেমাগ্নি মানবদেহে যখন উত্তাপ বিস্তার করে, এলমের ঢাকনী তখন কি করতে পারে ? আহমদ উল্লাহর কাছে খোদা প্রদত্ত এলেম (জ্ঞান) আছে বলিয়াই ত এতদূর বরদাস্ত করিয়া আসতেছে। তুমি একবার আমার চাদরের নীচে আসিয়া দেখ, আসমান-জমিন, আরশ-কুরছি, লওহ-কলাম, বেহেস্ত-দোজখ তোমাকে এক পলাকে দেখাইয়া আনি। তবে তুমি বুঝতে পারিবে আমি কেন এরূপ করি।

প্রেক্ষাপট : একদা হযরত কেবলার মধ্যম ভ্রাতা সৈয়দ আবদুল হামিদ সাহেব তার খেদমতে আরজ করে বলেছিলেন, দাদা আপনি এতবড় আলেম হয়ে জজ্‌বার হালতে এরূপ গালিগালাজ ও বকাবকি করেন কেন? এ জিজ্ঞাসার জবাবে হযরত আকদস (ক.) উপরোক্ত কালামগুলো ফরমান।

এতে হযরতের বেলায়তের উচ্চ মর্যাদার প্রকাশ ঘটেছে।

কালাম : ১৬৩। আমার নিকট কী লইয়া আসিয়াছ। একখানা ঘৈস্যা ডালস বা পাটি পাতার ফুল নিয়াও আসিতে পার নাই।

প্রেক্ষাপট : হযরতের নিকট করুণা প্রত্যাশী ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে তিনি উক্ত কালাম ফরমান। হযরত খোদাসক্ত ও পবিত্র সরলতা পূর্ণ মানুষকে বেশী ভালবাসতেন। এখানে পাটি পাতার ফুল দ্বারা ঐশী প্রেম পবিত্রতা বুঝাইয়াছেন।

কালাম : ১৬৪। ফেরেস্তা কালেব বনে যাও।

প্রেক্ষাপট : আশেক ভক্ত, মুরীদের প্রতি হযরতের এটি একটি নির্দেশ। এতে ফেরেস্তা চরিত্র অনুসরনের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।

কালাম : ১৬৫। কবুতরের মতো বাছিয়া খাও।

প্রেক্ষাপট : উক্ত কালাম মোবারকের মাধ্যমে কোরানে পাকের অনুসরনে হযরত আকদছ তার অনুসারীদেরকে হারাম পরিত্যাগের নির্দেশ দিচ্ছেন।

কালাম : ১৬৬। সন্তান সন্ততি লইয়া সুমধুর স্বরে আল্লাহর স্মরণ ও প্রশংসা গীতি নিমগ্নী থাক।

প্রেক্ষাপট : হযরত আকদসের ভক্তদের প্রতি উপদেশ মুলক কালাম।

কালাম : ১৬৭। কুনজাসক বা চড়ুই পাখির মতো নিজ হুজুরায় বসিয়া আল্লাহর নাম জপন কর।

কালাম : ১৬৮। কোরান শরীফ তেলাওয়াত কর।

কালাম : ১৬৯। আইয়ামে বিজের রোজা রাখ।

কালাম : ১৭০। সালাতুত তাসবিহ ও তাহাজ্জুদের নামাজ পড়িও।

প্রেক্ষাপট : ১৬৬ নং হতে ১৭০ নং পর্যন্ত কালাম সমুহ হযরত আকদাস তার আশেক, ভক্ত, মুরীদ, জায়েরীন, সাক্ষাত প্রার্থী, দোয়া প্রত্যাশী অনুরক্ত ব্যক্তি গণের উদ্দেশ্যে প্রায় সময় উপদেশ সুলভ।

কালাম : ১৭১। তোমরা হিসাব কর দেখ, ১২০ একশত বিশটি গরু, ভইষ, ছাগল, ডেড়া (ভইষ ভেড়ার বর্ণিত সংখ্যা অছীয়ে গাউছুল আজমের (কঃ) স্বরণ ছিল না) পাক করে খাওয়াইতে কী পরিমান চাউল, মরিচ গুড়া, ডাইলের গুড়া, এবং কয় খাঁচি মুলা লাগিবে।

প্রেক্ষাপট : হযরত কেবলার পড়শি মহল্লা সর্দার ছায়াদ উদ্দীন ও আছহাব উদ্দীনদ্বয়কে হযরত আকদাছ ভবিষ্যদ্বানী মূলক উক্ত কালামটি বলে ছিলেন। এতে প্রতিয়মান হয় যে, হযরতের ওরছ শরীফ যে মহা সমারোহে দরবার শরীফে অনুষ্ঠিত হতে থাকবে তা তিনি ইঙ্গিতে প্রকাশ করেছিলেন, তাঁর উপরোক্ত ইঙ্গিত মতে বর্তমানে মহাসমারোহে ১০ই মাঘ ও অন্যান্য ফাতেহা শরীফ উদ্‌যাপিত হচ্ছে।

কালাম : ১৭২। শোর করে কে?

প্রেক্ষাপট : হযরত কেবলার নিকটাত্মীয়, ফয়েজ প্রাপ্ত আবদুল মজিদ মিয়া দরবার শরীফের দপ্তর খানায় সেমা মাহফিল করতে ছিলেন এমন সময় হযরত বাবা ভাণ্ডারী কেবলা জালালিয়াত অবস্থায় দপ্তর খানায় প্রবেশ করে আবদুল মজিদ মিয়াকে বাতি রাখার কাঠের থাক দিয়া মাথায় আঘাত করে ঘরে থেকে বেরিয়ে আসলে আবদুল মাজিদ মিয়া হাউ মাউ করে কেদে হযরত কেবলার আন্দর মহলের দিকে যাওয়ার সময় হযরত আকদছ কান্নার শব্দ শুনে উপরোক্ত কালাম করেন।

কালাম : ১৭৩। ভাই, উহ্ সাহেবে জালাল হ্যায়। মুলকে এমন মে রাহাতা হ্যায়।

আলমে আরওয়াহ মে ছায়ের করতা হ্যায়। আপতো হামারা ছাত রহিয়েগা, উনকে পাছ কেউ গেয়া? প্রেক্ষাপট : প্রাগুক্ত ঘটনায় হযরত আব্দুল মজিদ মিয়া বাবা ভাণ্ডারী কেবলা যে তাকে মেরেছেন সে ব্যাপারে হযরতের নিকট দুঃখ প্রকাশ করে যখন ঘটনা ব্যক্ত করে বলেন যে, হুজুর খুইল্যার ছেলে আমাকে খুন করেছে। এই অভিযোগ অনুযোগ এর প্রেক্ষিতে তাকে শান্তনা প্রদানার্থে হযরত কেবলা (ক.) উপরোক্ত কালাম করেন।

উক্ত কালাম শরীফ থেকে হযরত বাবা ভাণ্ডারী কেবলার উচ্চ মর্যাদার পরিচয় এবং হাল জজ্‌বা গালেব অবস্থায় আলম আরোয়ায় ছায়ের করা বিষয়ে বলা হয়েছে।

কালাম : ১৭৪। আমার দেলা ময়না আমার বাচা ময়নার চেহেরার উপর থাকিবে।

প্রেক্ষাপট : হযরত দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীকে উদ্দেশ্য করে উক্ত কালাম ফরমান, উল্লেখ্য যে, হযরত বাবভাণ্ডারী কেবলা কে হযরত আকদাস "বাচাময়না" ডাকতেন।

কালাম : ১৭৫। এই শাল কাপড়খানা আমার ফয়জুল হক মিয়ার কবরের উপর পরাইয়া দাও এবং এই পাগড়ীটি তাহার ছিরানে (মাথার দিকে) রাখিয়া দাও। দস্তার বাঁধিবার জন্য তাহার আরজু ছিল। আমি তাহাকে জবাব মওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী (রা.) এর চেহারার উপর রাখিয়াছি।

প্রেক্ষাপট : হযরত কেবলা কাবার (ক.) একমাত্র পুত্র শাহ্ সুফী সৈয়দ মওলানা ফয়জুল হক সাহেবের ওফাত হওয়ার কয়েকদিন পর খাদেম কে একখানা শাল কাপড় ও নিজের পাগড়ী মোবারক দিয়ে উপরোক্ত কালাম টি ফরমান।

কালাম : ১৭৬। দাদা ময়না এখানে কী হরফ আছে?

প্রেক্ষাপট : হযরত কেবলা (ক.) একদিন দায়রা শরীফ তার বহিবাড়ীর গদী শরীফে উপবিষ্ট ছিলেন পাশে হযরত দেলা মিয়া হুজুরও ছিলেন। হযরত কেবলা হাত মুবারকে কোরান শরীফ নিয়া ১৭ পৃষ্ঠা লিখিত অংশ বের করে দেলা মিয়া হুজুরকে প্রদর্শন পূর্বক উপরোক্ত কালাম শরীফ এরশাদ করেন।

কালাম : ১৭৭। সব হরফ উড়িয়া গিয়াছে, কমবক্তেরা কালামুল্লাহ বেচিয়া কলা মোলা খাইয়াছে, তবুও বলে কামামুল্লাহ।

প্রেক্ষাপট : প্রাগুক্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার আগে নিজের উত্তর স্বরূপ হযরত আকদস উক্ত কালাম ফরমান।

কালাম : ১৭৮। এই গুলি আমার ফয়জুল হক মিয়ার কবরের উপর রখো।

প্রেক্ষাপট : উপরোক্ত বর্ণনার ১৭ পৃষ্ঠা কোরআন শরীফকে তার পুত্রের কবরের উপর রাখতে একজন খাদেমকে আদেশ দিয়ে উক্ত কালাম ফরমান।

কালাম : ১৭৯। এই গুলি সামনের পুকুরে ঢালিয়া দাও।

প্রেক্ষাপট : উপরোক্ত ১৭৭ নং কালাম টি পুনরায় এরশাদ করত: পূর্ব ১০ ওরক কোরআনের পাতা বের করে অন্য খাদেমকে বলেন যে এগুলি সামনের পুকুরে ঢেলে দাও। বাস্তবিক পক্ষে এ গুলো তার রহস্যমন্ডিত আধ্যাত্মিক তাছাওোপ মূলক কালাম মোবারক। যারা কোরানে করিম কে স্বীয় ও হীন স্বার্থে ব্যবহার করে, দ্বীন ধর্ম ও আকীদাকে হেয় করে তাদের জন্য এ কালাম। হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ সুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ কেবলা কাবা কান্দা ছিররাহল আজীজ এক জন বেমেচাল, বেনজির অতুলনীয় অলিউল্লাহ। তার কালাম মোবারক এবং তছররুফাতও অনন্য তাৎপর্যমন্ডিত। হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (ক:) উপরোক্ত কালামের তাৎপর্য এক কবির কবিতায় কোরানে করিম তার আত্ম কথায় নিজের বেদনার কথা এভাবে ব্যক্ত করে থাকে যা কোন কবি তার ছন্দে বর্ণনা করেছেন এভাবে

বাংলা উচ্চারণ:

"ছিনুমে লাগায়া জ্ঞাতা হোঁ-হোঁট চুমায়া জাতা হোঁ,

জুজবেদান পাহরায়া জাতা হোঁ-তাক মে ড়াখহা জাতা হোঁ,

জব কছম কি নওবত আতিহাঢ-ছবপে উঠায়া যাতা হোঁ,

তাবিজ বানায়া জাতা হোঁ-ক্বেরাত ছুনায়া জাতা হোঁ,

সব দুনিয়াছে কুয়ি জাতাহায়-খতম পড়ায়া জাতা হোঁ,

হযরত কেবলা এ আত্ম কথাটাই কোরানে পাকের পক্ষহয়ে জগতের সামনে তুলে ধরেছেন।

উক্ত উর্দু ছন্দের অনুবাদ:- কোরানে করিম তার আত্ম কথায় মনের বেদন এভাবে ব্যক্ত করতেছেন যে, আমাকে কেউ যথাযথ মূল্য দেয়না। বরং আমার এমতাবস্থা হলো: (১) আমি মানুষের বুকে লাগানো হয়ে থাকি। (২) টোটে চুমানো হয়ে থাকি। (৩) জুজদান বা কভার পড়িয়ে দেয়া হয়। (৪) মাচায় তুলে রাখা হয় (৫) যখন কোন কসম করার উপক্রম হয় তখন মাথায় উঠানো হয়। (৬) তাবিজ বানানোর উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হই। (৭) সুর করে কেরাত শুনানো হয়। (৮) পৃথিবী থেকে কেউ বিদায় নিলে খতম পড়ানোর কাজে লাগি মাত্র। আমার আর কোন কাজের লাগার উপায় নাই। আমার মর্যাদা এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

আমি ছিলাম সম্পূর্ণ জীবন বিধান। এখন তা আংশিক মানা হচ্ছে বাকীগুলো অমান্য করা হচ্ছে। যে উদ্দেশ্যে আমি অবতীর্ন হয়েছিলাম, সে উদ্দেশ্য ব্যহত করে দিয়েছে কোরানের ধারক বাহক গোষ্টি। এটাই আমার দুঃখ। এখানে দুনিয়াদার আলেমদের প্রতি আক্ষেপ করা হয়েছে।

উপসংহার: হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর পবিত্র কালামগুলো মর্মবাণী যেন আমাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এ আলোয় আলোকিত হয়। হযরত গাউছুল আজমের ফয়জ-বরকত-রহমত আমাদের উপর বর্ষিত হউক। আমিন, বেহুরমাতে রাহমাতুল্লিল আলামীন।

"অলী আল্লাহ"

আল-মামুন (এম.এ)
কোষাধ্যক্ষ, আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী
(শাহ্ এমদাদীয়া) ফটিকছড়ি উপজেলা।

হযরত রাসুলে পাক (সঃ) এবং চার খলিফার পরে আল্লাহপাক বিশ্বজগতের শাসন সংরক্ষনের দায়িত্ব তার বিশেষ বান্দা অলী আল্লাহগণের উপর ন্যস্ত করেন। অলী আল্লাহগণ রাসুলে পাক (সঃ) এঁর খাস প্রতিনিধি বা নায়েবে রাসুল। অলী অর্থ বন্ধু, তারা আল্লাহর বন্ধু। আল্লাহর প্রিয় পাত্র। তাদেরকে "কুন" দান করা হয়েছে। তারা "কুন" এর অধিকারী। তারা মানুষের না হওয়ার মত কাম্য বস্তুকে বাস্তবে রূপায়ন করতে পারেন। তারা রাসুলে পাক (সঃ) এঁর রূহানী ফয়েজের ধারক ও বাহকরূপে জগতের বিভিন্ন স্থানে অধিষ্টিত হয়ে সৃষ্টির শৃংখলা বিধান করে চলেছেন এবং বিপথগামী লোকদের হেদায়েত করে সৎপথ প্রদর্শন করছেন। তারা আল্লাহ এবং মানুষের মধ্য যোগসূত্র সৃষ্টিকারী। অলী আল্লাহকে আল্লাহর রাস্তার পথ প্রদর্শক বলা যায়। সাধনায় সিদ্ধি লাভের স্থর অনুসারে অলী আল্লাহগন কাশ্‌ফ অর্থাৎ দিব্যদৃষ্টি লাভ করেন। তাদের দীলে এলহাম পয়দা হয়। তারা ভক্তের মনের গোপন খবর রাখেন এবং তারা লোহমাহফুজের পাঠ উদ্ধার করতে সক্ষম। অলী আল্লাহগন তাদের অনুসারীদের খোদার পথের সন্ধান দিয়ে মঞ্জিলে মকছুদে পৌছিয়ে দেন। যেহেতু অলী অর্থ বন্ধু তাই এক বন্ধু অপর বন্ধুর গোপন ঠিকানা ও হালহাকিকত সম্পর্কে উত্তমরূপে অবহিত থাকেন। পরম বন্ধুর নাগাল পেতে হলে কখন কোন মোকামে পৌছতে হবে আর কোথায় কোন ঘাটে অবস্থান করলে বন্ধুর ঠিকানা মিলবে তা অপর বন্ধু অলী আল্লাহর জানা।

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ পাক বলেন-

"আমার অলীগণ আমার জামার (আজমত ও সমমানের জামার) নীছে লুক্কায়ীত। আমি ব্যতিত অপর কেহ তাহাদিগকে চিনে না। তারাও আমি ব্যতিত অপর কাউকে চিনে না।"

লক্ষ লক্ষ আম্বিয়াগনের আর্বিভাবের পর হযরত রাসুলে পাক (সঃ) বিদায় হজ্বের মহামিলনে "দ্বীন" কে পরিপূর্ণ করে দিলেন। জবালে রাহমত নামক পাহাড়ে দাড়িয়ে আরাফাত ময়দানে মহানবী বিদায়ী হজ্বের ভাষন দেন। হযরত মোহাম্মদ (সঃ) শেষ নবী। কেয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী আসবেন না। কিন্তু "দ্বীনের পূর্নতাকে সুসংহত ও সংঘবদ্ধ রাখার অপরিহার্যতায় আহলে বায়াতের পবিত্র রক্তধারায় বেলায়েতী যুগের সূচনা হয়। কেয়ামত পর্যন্ত অলিআল্লাহগণ দুনিয়াতে দ্বীনের হেফাজত করবেন।

হযরত খদিজাতুল কুবরা (রাঃ) এঁর পর হযরত আলী মরতুজা ছিলেন অপ্রাপ্তবয়স্ক প্রথম মুসলমান।

আহলে বায়াত হলেন শেরে খোদা হযরত আলী মরতুজা (কঃ), খাতুনে জান্নাত কোররাতুল আইনে রাসুল বুলবুলে বাগে মদিনা হযরত ফাতেমা খায়রুন্নেছা (রঃ) হযরত ঈমাম হাসান (রাঃ) ও হযরত ঈমাম হোসেন (রাঃ)।

রাসুলে পাক (সঃ) বলেছেন, হযরত ইমাম হাসান ও হোসাইন (রাঃ) বেহেশতে যুবকদের সরদার হবেন। তিনি আরো বলেন, "হাসানো হোসাইনো মিন্নি ও আনা মিনাল হাসান হোসাইন। অর্থাৎ হাসান হোসাইন আমা হতে এবং আমি হাসান-হোসাইন হতে।

হুজুর পাক (সঃ) বলেছেন "আনা মদিনাতুল এল্‌মে ওআলীউন বাবুহা" অর্থাৎ- আমি এলমের শহর "মদিনা" এবং আলী উহার দরজা স্বরূপ। আরো বলেছেন, যে আলীকে ভালবাসে সে আমাকে ভালবাসে, যে আলীর মনে কষ্ট দেয়

সে আমাকে মন:কষ্ট দেয়।

দুগ্ধ যে রূপ গরুর বাটে থাকে তদ্রুপ আল্লাহর নিগুঢ় তত্ত্বজ্ঞান কামেল ব্যক্তিগণের কলবে হেফাজত করেছেন। তাই আল্লাহপাক আহলে বায়াতকে দুনিয়ার রাজত্ব ও পার্থিব কার্যকরন সম্পর্ক থেকে ফারাক করে ক্রমান্বয়ে ইমামতির পবিত্র দায়িত্বে সম্পৃক্ত করেন।

আল্লাহ পাক বলেন- কিন্তু তোমাদের মধ্যে পাক জ্ঞানী ব্যক্তিগণ যারা বাতেনী এলেমের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন তারা রাসুলেপাক (সঃ) এঁর প্রকৃত উত্তরাধিকারী।" সুরা নিসা ১৬২ আয়াত।

রাসুলে পাক (সঃ) বলেছেন, আমার সাহাবাগন নক্ষত্র সমূহের ন্যায়। তোমরা তাহাদের যে কোন একজনের অনুসরন করিলে হিদায়ত প্রাপ্ত হইবে।

একটা কথা সকলের মনে রাখতে হবে কারবালার পর থেকে মুসলমানের মধ্যে দুটি ধারা প্রবাহিত হচ্ছে এখনো। একটি হোসাইনী মুসলমান যাদের উপর আল্লাহ্‌র অপার করুণাধারা ও রহমত বর্ষিত হচ্ছে অপর দ্বিতীয়টি হচ্ছে এজিদি মুসলমান যাদের উপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হচ্ছে। সুতারাং বুঝা গেল এজিদি মুসলমান এর ধারাবাহিকতায় কোন অলী-বুজুর্গ জন্মলাভ করবে না। অলী-আসবে কেয়ামত পর্যন্ত হোসাইনী মোসলমান ধারার মধ্য দিয়ে।

গাউসুল আজম হযরত মহীউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী (কঃ) বলেন- এবং যখন তুমি তোমার সকল ইরাদা, মোহ বা ইচ্ছা হইতে ফানা হইবে তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাকে রহম করিবেন। এবং চিরস্থায়ী জীবন দান করিবেন। যেহেতু ফানার পরেই বাকা হাসিল হয়। যখন তুমি বাকা বিল্লাহ হইয়া যাইবে, তখন তোমার আর মৃত্যু নাই। তোমাকে এরূপ নেয়ামত দান করা হইবে, যাহার ধ্বংস নাই। এই পর্যায়ের আউলিয়াগন আল্লাহতালার নৈকট্য লাভ করিয়া আল্লাহ্‌র ক্ষমতায় ক্ষমতাবান হইয়া তাহারই প্রতিনিধিত্ব করিয়া থাকেন। আল্লাহ ভিন্ন অপর কেহ তাহাদের জানিতে ও চিনিতে পারে না। হাদীসে কুদ্‌সীতে আল্লাহপাক বলেন, "আমার বান্দা যখন নফল ইবাদত করিতে থাকে তখন আমি তাহাকে ভালবাসি। যখন সে আমার ভালবাসা প্রাপ্ত হয়, তখন আমি তাহার কান হইয়া যাই। সে আমার দ্বারা শুনে। আমি তাহার চোখ হইয়া যাই, সে সেই চোখ দিয়া দেখে। আমি তার ভাষা হইয়া যাই, সেই ভাষায় সে কথা বলে। তাহার হাত হইয়া যাই, সেই হাত দ্বারা সে কাজ করে। তাহার পা হইয়া যাই, সেই পা দ্বারা সে চলাফেরা করে। বুখারী শরীফ।

অলী আল্লাহগণ মারেফাতের সাধনায় সফলকাম হয়ে তাদের মর্যদানুসারে সৃষ্টি জগতের পরিচালনার দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। তারা বিভিন্ন মোকামে যহুর মিনাল্লাহ/খলিফায়ে রাসুলাল্লাহ ওয়ারেসুল আম্মিয়া/পদবী লাভ করেন। বাকা বিল্লাহ ও হালে মোকামে উপনীত অলী আল্লাহ প্রত্যক যুগে কুতুবুল আক্‌তাব, গাউসে জামান, মুজাদ্দীদ, গাউসুল আজম ইত্যাদি খেতাব লাভ করে স্রষ্টার পক্ষে রাসুলে পাক (সঃ) এঁর তত্ত্বাবধানে সৃষ্ট জগতের নিয়ন্ত্রন ও ত্রানকর্তৃত্ব লাভ করেন।

হযরত গাউসুল আজম মহীউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী (কঃ) এবং হযরত গাউসুল আজম ছৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) জগতের ত্রানকর্তৃত্ব সম্পন্ন গাউসুল আজম ও কুতুবুল আক্‌তাব।

অল্লাহপাক বলেন ("অলী আল্লাহগন") পার্থিবজীবনে এবং আখেরাতে কোনরূপ শোকাতুর হইবে না" সিজ্‌দা - ৩১ আয়াত

হযরত গাউসুল আজম আবদুল কাদের জিলানী (কঃ) বলেন "আল্লাহ্‌র সম্রাজ্য সমূহ আমারই সম্রাজ্য যাহা আমার হুকুমের নীচে অবস্থিত। আল্লাহতালার মর্জিমত আমি হুকুম জারী করি"। আল্লামা জামী (রঃ) বলেন- "অলী আল্লাহ্‌র

জ্ঞানকে একটি সরলরেখা হিসেবে ধর, আল্লাহ পাকের প্রদত্ত জ্ঞানকে একটি বিন্দু মনে কর। কয়েকটি বিন্দু একত্রিত হইয়া একটি সরল রেখা সৃষ্টি হয়। তৎপর ঐ বিন্দুগুলি আর দেখা যায় না। তদ্রুপ আল্লাহ পাকের জ্ঞান একটি একটি করিয়া সাধকের মধ্যে একত্রিত হইয়া তাহাকে অলী আল্লাহ বানাইয়া দেয়।

একখণ্ড লোহ আগুনের মধ্যে রাখলে তা পুড়ে লাল অগ্নিময় হয়ে যায়। আগুন লোহার মধ্যে প্রবেশ করে। তখন উক্ত অগ্নিময় লোহার সদৃশ্য ব্যক্তি খোদার গুনে গুনান্বিত ও খোদার রংঙ্গে রঞ্জিত হয়ে নুরানী সুরতে অলী আল্লাহ হন। তখন অলী আল্লাহ্‌র হাতে হাত দিলে বা ছোহবতে এলে খোদাকে পাওয়া যায়। প্রানের মধ্যে এ'শকে এলাহীর মামলা শুরু হয়ে যায়।

চিনি ও পানির মিশ্রনে শরবত হয়। শরবত পান করলে পানি এবং চিনির সাধ মিলে। মিষ্টি লাগে তৃষ্ণা নিবারন হয়। তদ্রুপ মানব, আল্লাহ্‌র মিলনে অলী আল্লাহ সৃষ্টি হয়। শরবতের মত অলী আল্লাহ্‌র মধ্যে দুই প্রকার গুন বিদ্যমান থাকে। অলী আল্লাহ্‌র মানবিক সত্ত্বার মাঝে খোদায়ী গুন ও ক্ষমতার সমাবেশ হয়।

আল্লাহপাক বলেন- হে বিশ্বাসীগণ, তোমাদের মধ্যে কেহ যদি নিজ ধর্ম বিমুখ হইয়া যায়, তখন আল্লাহতালা এমন এক সম্প্রদায়কে নিয়া আসেন, যাহারা খোদাকে ভালবাসেন এবং খোদাও তাহাদিগকে ভালবাসেন। তাহারা বিশ্বাসীদের প্রতি নেহায়েত বিনয়ী। যাহারা অস্বীকারকারী। তাহাদের প্রতি নিজ সম্মান রক্ষাকারী। তাহারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় সব সময় মোজাহেদা (আল্লাহ্‌র নৈকট) লাভের চেষ্টা করেন। তাহারা কাহার ও ভয়-ভীতির পরোয়া করে না। ইহা আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ। যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দান করেন। যাহাকে বেলায়েতে এহছান বলে।

সূরা মায়েদা, ৫৪ আয়াত।

আল্লাহ পাক বলেন, "আল্লাহ্‌র রঙ্গে রঞ্জিত হও। তাহার রং হইতে অধিক সুন্দর রং কাহার?'

আল্লাহপাক আরো বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দিদার পাইবার আশা করে আল্লাহ-তাআলা তাকে দেখা দেন।

সুরা আনকবুত।

"নিশ্চয় অধিকাংশ লোক আল্লাহ তাআলার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কাফের বা অবিশ্বাসী। সূরা রুম।

নিশ্চয়ই সেই সকল লোক ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। যাহারা আল্লাহ্‌র সহিত সাক্ষাৎ করার বিষয়ে মিথ্যা জানিয়েছে এবং তাহারা মুক্তির পথ পায় নাই। -সুরা ইউনুচ।

হযরত নাজম উদ্দীন কোবরা (রহঃ) বলেন, ওলীকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পাপকার্য ও শরিয়ত বিরোধী কার্যকলাপ থেকে হেফাজত করা হবে। তাদের দোয়া কবুল হবে। তারা ইসমে আযমের জ্ঞানের অধিকারী হবেন। তিনি বলেন আধ্যাত্মিক সাধককে তখনই অলি বলা যাবে যখন তাকে 'কুন' দান করা হবে। তাদের মধ্যে ৩টি গুন থাকে- ধর্য্য (উদারতা) যা দ্বারা তিনি বোকার বেকামী প্রতিহত করেন। সত্যিকার পরহেযগার যা তাকে হারাম থেকে বাধা দেয়। সৎচরিত্র যা দিয়ে তিনি মানুষকে সন্তুষ্ট করেন। অলীদের ৪মকামের জ্ঞান থাকে ১। মকামে ইল্‌মে লাদুন্নী ২। মকামে ইলমে নুর ৩। মকামে ইলমে জমআ ওয়া তাফরিকা ৪। মাকামে ইলমে কিতাবাত আল ইলাহিয়্যা। অলীদের কারামত আছে। অলীগণ পথহারা মানুষকে পথের দিশা দেন এবং খোদা মিলনে ব্যাকুল অন্তর সমূহকে মনজিলে মাকছুদে পৌছিয়ে দেন। সমস্ত সৃষ্টি জগতকে অলীগণ নিয়ন্ত্রন করছেন। এক মুহূর্ত অলী আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করে যেন শত বৎসর এর এবাদত হাছিল করতে পারি সেই নিয়তে অলী আল্লার দরবারে যাওয়া উচিত।

গাউসে পা'ক গ্রন্থাবলী ও তাঁর ওয়াজ-নসীহত

মওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী

মহান রব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় হাবীব রহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'কে খাতামুন্নাবিয়্যীন তথা সর্বশেষ নবী হিসেবে প্রেরণের মাধ্যমে নবী ও রসুল প্রেরণের পরিসমাপ্তি ঘটালেন। মাযহাব-মিল্লাত, শরীয়ত-তরীকত, তাবলীগে দীনের দায়িত্ব অর্পিত হয় আউলিয়ায়ে কেরাম ও ওলামায়ে কেরামের উপর। অলিকুলসম্রাট সিলসিলায়ে কাদেরিয়া আলিয়া'র প্রবর্তক হযরত আবদুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁদের অন্যতম। ইসলামী জগতে তিনি গাউসুল আজম অভিধায় ভূষিত।

জন্ম : ৪৭০ মতান্তরে ৪৭১ হিজরী মোতাবেক ১০৭৮ খ্রিস্টাব্দে অলী আল্লাহদের স্মৃতি বিজড়িত পূণ্যভূমি (ইরাকের) জিলান শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। ৫৬১ হিজরী সনের স্মৃতি বিজড়িত সনের ১১ রবিউস সানীর সোমবার ৯১ বৎসর বয়সে তাঁর মাওলায়ে হাকিকী রাফিকে আ'লার সান্নিধ্যে গমন করেন। তাঁর আবির্ভাব ও তিরোধান সম্পর্কে আরবী ভাষায় রচিত নিম্নোক্ত পংক্তি দু'টি উল্লেখযোগ্য।

ان باز الله سلطان الرجل جاء فى العشق توفىٰ فى الكامل

কাব্যানুবাদ : আল্লাহর বাজপাখি মানবকুলের সুলতান ইশ্‌ক নিয়ে এসেছেন, পূর্ণতায় তিরোধান।

উল্লিখিত পংক্তিতে আবজাত হিসেবানুযায়ী عشق (ইশ্‌ক) শব্দের মানগত সংখ্যা ৪৭০ হিজরীতে তাঁর জন্ম। ৯১ বৎসর বয়সে ৪৭০+৯১-৫৬১ হিজরী সালে তাঁর ওফাত। হুজূর গাউসে পাক রদিয়াল্লাহু আন্‌হু ৯১ বৎসর বয়সের মধ্যে একাধারে ৫১ বৎসর আল্লাহর সান্নিধ্য, ইবাদত-বন্দেগী, যিকর-আযকার, মুরাকাবা-মুশাহাদা ও জাগতিক আধ্যাত্মিক উভয়বিধ কামালাত বা পূর্ণতা অর্জনে ব্রতী ছিলেন। অবশিষ্ট ৪০ বৎসরের ৩৩ বৎসর ইল্‌মে দ্বীনের প্রচার-প্রচার ওয়াজ নসীহত, অধ্যাপনা, দ্বীনী গ্রন্থাবলী রচনাসহ গুরুত্বপূর্ণ বহুমুখী খিদমতে নিজেকে উৎসর্গ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন- درست العلم حتى سرت قطبا

ونلت السعد من مولىٰ الموال

কাব্যানুবাদ : জ্ঞান সাধনায় মগ্ন ছিলাম, তৎপরেতে কুতুবুল আলম, সকল প্রভুর প্রভু থেকে খোশ নসীবীর এ দান পেলাম।

রচিত গ্রন্থাবলী : এককালে পূণ্যভূমি ইরাকের বাগদাদ নগরী ছিল ইসলামী তাহজীব তমদ্দুন সভ্যতা সংস্কৃতি ও সর্বপ্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাদপীঠ। তাঁর শুভাগমনকালে বাগদাদ নগরী ছিল ইসলামী জগতের খ্যাতনামা চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবী, গবেষক, দার্শনিক, পণ্ডিত, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, মুফ্‌তী ও ধর্মীয় পন্ডিত বিশেষজ্ঞদের পদচারনায় মুখরিত। বাগদাদের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনী প্রতিষ্ঠান নিযামিয়া মাদ্‌রাসার সুনাম-খ্যাতি তখন শীর্ষে। তিনিও শরীয়তের সার্বিক বিষয়ে পূর্ণতা লাভে জন্য ইল্‌মে দ্বীনের অতলান্ত সুবিস্তৃত মহাসমুদ্রের অমূল্য রত্ন, জ্ঞান সম্পদ আহরণের জন্য এই মাদ্‌রাসাকে মনোনীত করেন। একদল আদর্শবান, নিষ্ঠাবান চারিত্রিক বলিষ্ঠতার সর্বোচ্চ সোপানে অধিষ্ঠিত জাহের বাতেন ইলমে দ্বীনের অধিকারী সম্মানিত শিক্ষকমন্ডলীর তত্ত্বাবধানে তিনি জ্ঞান সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর শিক্ষকমন্ডলীর মধ্যে যথাক্রমে-

আল্লামা শায়খ আবুল ওয়াফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি, আল্লামা আলী বিন তোফাইল রহমাতুল্লাহি আলাইহি, আল্লামা আর গালিব মুহাম্মদ বিন হাসান বাকিল্লানী, আল্লামা আবু যাকারিয়া ইয়াহ্‌য়া বিন আলী তিবরিযী, আল্লামা আবু সাঈদ বিন আবদুল করীম আবুল গানাইম, মুহাম্মদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও আবু সাঈদ বিন

মোবারক মাখযূমী রহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর সম্মানিত শিক্ষকের অনেকেই অসংখ্য ধর্মীয় গ্রন্থাবলীর প্রণেতা। বিশেষতঃ আল্লামা আবূ যাকারিয়া তিবরিযী ও আল্লামা বাকিল্লানী রহমাতুল্লাহি আলাইহিমা কর্তৃক ইসলামী আদর্শবাদ ও আরবী সাহিত্যের উপর রচিত গ্রন্থাবলী সর্বজন স্বীকৃত। দীর্ঘ আট বৎসর পর্যন্ত তিনি উক্ত বিখ্যাত শিক্ষকমন্ডলীর সার্বিক নির্দেশনায় নিজেকে প্রস্তুত করেন। ৪৯৬ হিজরীতে তিনি দ্বীনী জ্ঞানার্জনে পূর্ণতা লাভ এবং সমাপনী সনদ অর্জন করেন। এমনকি ইসলামী বিশ্বে তখনকার সময়ে তাঁর সমকক্ষ আলেম ছিলই না। প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানার্জনের পর স্বীয় শিক্ষকের নির্দেশানুসারে শিক্ষকতার মহান পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। সুনিপুণ পাঠদান, নিখুঁত উপস্থাপনা, বিশুদ্ধ আধ্যাপনা ও দায়িত্বশীল ভূমিকার কারণে স্বল্প সময়ে তাঁর সুনাম খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর সান্নিধ্যে থেকে জ্ঞান অর্জনের অভিপ্রায়ে শিক্ষার্থী জ্ঞান পিপাসুরা দূর দূরান্তের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দলে দলে ছুটে আসত। ক্রমান্বয়ে ছাত্রসংখ্যা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেল। তাবলীগে দ্বীনের মহান খিদমত আঞ্জাম দানে তিনি তাঁর কার্যক্রমকে অধ্যাপনার মধ্য দিয়ে সীমাবদ্ধ রাখেন্‌নি। তাঁর খিদমতের পরিধি সম্প্রসারিত হল, গোটা জগৎ ব্যাপি তাঁর খিদমতের পরিধি সম্প্রসারিত হল, গোটা জগৎ তাঁর অবদানে উপকৃত হলো। ইহকাল পরকালের মুক্তির সার্বিক নির্দেশনা লাভে জাতি এক মহান নিয়ামত লাভে ধন্য হলো। ইসলামী বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে প্রতিনিয়তই ফতোয়াসমূহের কোরআন-সুন্নাহর আলোকে নির্ভুল জবাবদানে অধিকাংশ সময় ব্যয় করতেন। লিখার মাধ্যমে সকল প্রকার জিজ্ঞাসার জবাবদানে সর্বসাধারণ ব্যাপকহারে উপকৃত হতে লাগল। শুধু এতটুকু নয়, রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত কর্তাব্যক্তি, মন্ত্রিবর্গ, শাসকবর্গ, আমীর-উমরা, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা কর্তৃক যখনই কোন প্রকারের ইসলাম বিরোধী, শরীয়ত বিরোধী ও অনৈতিক কার্যকলাপ তাঁর দৃষ্টিগোচর হত, তখনই আকুণ্ঠচিত্তে প্রতিবাদ করতেন, অপকর্ম সম্পর্কে সজাগ করতেন, কঠোর হুঁশিয়ারী বাণী উচ্চারণ করতেন, সত্য ও আদর্শের পয়গাম নির্ভীকচিত্তে তাঁদের সম্মুখে তুলে ধরতেন। বিভ্রান্তির পথ পরিহার করে সত্যের পথ অনুসরণ করার আহ্বান জানাতেন। জাহান্নামের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখায় খোদায়ী শাস্তির করুণ পরিণতি সম্পর্কে কঠোরভাবে সতর্ক করতেন। এক কথায় সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিমণ্ডলে প্রচলিত নানাবিধ অপব্যাখ্যা ও বিভ্রান্তির প্রতিরোধে তিনি ছিলেন নির্ভীক সাহাসী কণ্ঠ। খোদাদ্রোহী জালিম অত্যাচারী শাসক গোষ্ঠীর জন্য তিনি ছিলেন আতঙ্ক। সত্য প্রতিষ্ঠায় সমালোচনাকারীর কোন প্রকার বিন্দুমাত্র পরওয়া করতেন না। অত্যাচারী শাসক গোষ্ঠীর সকল প্রকার অন্যায়-অত্যাচার জুলুম নির্যাতন শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে সর্বদা কঠোর বাক্য উচ্চারণ করতেন। তাঁর রচিত অমূল্য গ্রন্থাবলীতে আমীর উমরাদের প্রতি তাঁর প্রদত্ত ধর্মীয় উপদেশাবলী লিপিবদ্ধ রয়েছে। বেলায়তের সর্বোচ্চসনে সমাসীন গাউসুস্ সাক্বলাঈন রদিয়াল্লাহু আন্‌হু ৯১ বৎসরের বিশাল কর্মময় জীবনের শত ব্যস্ততার মধ্যেও অসংখ্য গ্রন্থাবলী রচনার মাধ্যমে মুসলিম মিল্লাতকে সঠিকপথে পরিচালিত করার ব্যাপক প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর অমূল্য গ্রন্থাবলীর আলোতে ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডার আজ উজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ তাঁর রচনাবলী ইসলামী জগতের এক অমূল্য সম্পদ। নিম্নে তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর কতিপয় নাম তুলে ধরা হলো।

১. আল্ গুনিয়াতু লেতালেবে তারীখিল হক। এ গ্রন্থটি গুনিয়াতুত তালিবীন নামে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। ইসলামী শরীয়তের সত্যিকার স্বরূপ বিশ্লেষণ ও বাতিল সমূহের পরিচিতি ও তাঁদের ভ্রান্তনীতি এবং খন্ডনে এ গ্রন্থ মুসলিম মিল্লাতের জন্য দিশারীর ভূমিকা পালন করে আসছে। সম্প্রতি গ্রন্থটি ইসলামী গবেষক মহলকে আলা হযরতের উজ্জ্বল নক্ষত্র আল্লামা শামস সিদ্দিকী ব্রেলভী মাদ্দাজিলুহুল আলী (সাবেক বিভাগীয় প্রধান, ফার্সী বিভাগ, দারুল উলূম মানযারুল ইসলাম, ব্রেলভী, ভারত) কর্তৃক উর্দূ ভাষায় অনূদিত হয়ে সর্বত্র সমাদৃত হয়েছে। ৭১০ পৃষ্ঠা সম্বলিত এ গ্রন্থ সুন্নিয়তের এক অখন্ডনীয় দলীল।

২. হিজবু বাশায়েরিল খায়রাত : এ গ্রন্থে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র উপর অধিকহারে দরূদ পাঠের বৈধতা, ফজীলত ও বিভিন্ন পদ্ধতির উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

৩. আল্-ইউয়াকিত ওয়াল হিকম

৪. আল্ ফুয়ূজাতুর্ রব্বানিয়্যাহ্

৫. আল্-মাওয়াহিবুর্ রহমানিয়্যাহ॥

হযরত আল্লামা শায়খ তাহের আলাউদ্দিন আল্ জিলানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি উপরোক্ত গ্রন্থাবলী ছাড়াও নিম্নোক্ত রচনাবলীর নাম উল্লেখ করেছেন।

৬. আল্ ফুতূহাতুর রহমানিয়্যাহ্

৭. জালাউল খাতির

৮. সির্‌রুল আসরার। হাজী খলীফা কাশ্‌ফুজ্জুনূন গ্রন্থে উপরোক্ত গ্রন্থাবলীর নামোল্লেখ করেন।

৯. রদ্দুর রাফাদ্বাহ্। তৎকালীন অন্যতম বাতিল ফিরকাহ্ রাফেজী সম্প্রদায়ের ভ্রান্তনীতির খন্ডনে এ গ্রন্থ রচিত। বাগদাদের মাদরাসা-এ কাদেরিয়াতে এ গ্রন্থের পান্ডুলিপি মওজুদ রয়েছে।

১০. দিওয়ানে গাউসুল আজম ঃ গাউসে পাক রদিয়াল্লাহু আন্হু রচিত ফার্সী কাব্য, সাহিত্যজগতে অনন্য সংযোজন। এ গ্রন্থে তাঁর ৮৩টি কবিতা স্থান পেয়েছে।

১১. কসীদাতুল গাউসিয়া। আলোড়ন সৃষ্টিকারী আরবী কাব্যগ্রন্থ, এতে তাঁর আধ্যাত্মিক ক্ষমতার বিশদ ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। কসীদাতুল গাউসিয়ার প্রথম একটি পংক্তি নিম্নরূপ-

سقانى الحب كاست الوصال

فقلت لخمرتى نحوى تعال

পাত্র ভরা মিলন সুরা পান করালো প্রেম আমায়-

কহিনু তাই মোর মদিরায় মোর পানে তুই আয়রে আয়।

১২. মারাদিবুল ওয়াজূদ। এ গ্রন্থে স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে তথ্যনির্ভর দার্শনিক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা স্থান পেয়েছে। উপরন্তু খোদাদ্রোহী নাস্তিক্যবাদীদের ভ্রান্তধারণার অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে।

১৩. তাফসীরুল কোরআনিল কারীম। মহাগ্রন্থ আল্ কোরআনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসম্বলিত তাঁর নির্ভরযোগ্য বিশুদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ। এ মহামূল্যবান তাফসীর গ্রন্থের হস্তলিখিত কপি সিরিয়ার ত্রিপলী নামক স্থানের মুফ্‌তী গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত রয়েছে। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকায় উল্লেখিত রয়েছে এ তাফসীর গ্রন্থ ছয় খন্ডে লিবিয়ায় ত্রিপলী জাতীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত রয়েছে।

১৪. রিসালাতে গাউসে আজম। এ পুস্তিকাটি বিশিষ্ট সাহিত্যিক সূফী সৈয়দ নাসির উদ্দীন হাশেমী কাদেরী রিজভী বরকতী কৃত: মাযহারে জামালে মুস্তফায়ী গ্রন্থে উর্দূ ভাষায় ভাষান্তর হয়ে ভারত, পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

১৫. ফুতূহুল গায়ব। এ গ্রন্থে সূফীতত্ত্ব ও মারিফাতের নিগূঢ় রহস্যাদি এবং মূল্যবান উপদেশ সম্বলিত ৭৮টি ভাষণ অন্তর্ভূক্ত। শেষোক্ত দুটি ৭৯তম ও ৮০তম ভাষণ ২টি গাউসে পাক রদিয়াল্লাহু আন্হু'র ছাহেবজাদা হযরত সৈয়্যদ আবদুল ওয়াহাব রহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক রচিত। যা পরবর্তীতে সন্নিবেশিত হয়েছে। গ্রন্থটি সর্বপ্রথম ১২৮১ হিজরীতে মিশর থেকে প্রকাশিত। ভারতবর্ষে হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় মুর্শেদে কামেলের নির্দেশানুসারে গ্রন্থটি ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করেন। প্রফেসর ড. আফতাব উদ্দীন আহমদ

কর্তৃক গ্রন্থটি ইংরেজী ভাষায় অনুদিত হয়েছে। (সূত্রঃ গুনিয়াতুত তালেবীন (উর্দূ) ভূমিকা, কৃতঃ আল্লামা শামস বেরলভী ৩৩ পৃষ্ঠা)

১৬. আল ফতহুর রব্বানী এটা গাউছে পাক রদিয়াল্লাহ আনহুর গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজ নসীহত-উপদেশাবলীর সঙ্কলন। বিশেষতঃ তিনি অত্যাচারী শাসকবর্গের অন্যায় অনাচার জুলুম-নির্যাতন ও লৌকিকতা ইত্যাদি অপকর্মকে এতে কঠোরভাবে নিন্দা করেছেন। বিশাল জনসমাবেশে প্রদত্ত গাউসে পাকের ৬২টি সমাবেশের ৬২টি ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ সংকলন। ৫৪৫ হিজরী সনের শাওয়াল মাস থেকে ৫৪৬ হিজরী সন পর্যন্ত ১ বৎসর ব্যাপী তাঁর প্রদত্ত ৬২টি ভাষণের এটি এক গুরুত্বপূর্ণ সংকলন গ্রন্থ। ১২০২ হিজরী সনে গ্রন্থটি সর্বপ্রথম মিশর থেকে প্রকাশিত হয়। উর্দূ, ফার্সী, ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়ে গ্রন্থটি বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়েছে। সূত্র প্রাগুক্ত, ৩২ পৃ.

এ ছাড়া তাঁর আরো গ্রন্থাবলী রয়েছে বলে তাঁর জীবনী লিখকগণ মন্তব্য করেন। ভবিষ্যতে তাঁর জীবন কর্মের ব্যাপক গবেষণায় বহু অজানা তথ্য বেরিয়ে আসবে নিঃসন্দেহে।

গাউসে পাক'র ওয়াজ-নসীহত

মানবাত্মার উন্নতি ও পরিশুদ্ধির জন্য উপরন্তু মানবিক গুণাবলীর বিকাশ সাধনে মানবতাবোধে মুসলিম জাতিকে উজ্জীবিত করার মহান প্রয়াসে বিভ্রান্ত, দিশেহারা, পথভ্রষ্ট, লক্ষ্যচ্যুত ও বিপথগামীদেরকে সৎপথে পরিচালিত করার নিমিত্তে হুজূর গাউসে পাক রদিয়াল্লাহু আন্হু ওয়াজ নসীহতের মাধ্যমে মানবমন্ডলীকে ইসলামের পথে, কল্যাণের পথে, শান্তির পথে আহ্বান জানাতেন। তাঁর প্রদর্শিত পদাঙ্ক অনুসরণে মানবজাতির চরম উন্নতি সাধিত হয়। তাঁর অনুসৃত কর্মসূচি বাস্তবায়নে সমাজ জীবনে এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সূচিত হয়। রাষ্ট্রীয় পদে অধিষ্ঠিত কর্তাব্যক্তিরা তাঁর উপদেশ বাণীর যথার্থ মূল্যায়ন ও বাস্তবায়নে দেশ ও জাতির প্রভূতঃ কল্যাণ সাধন করেন। তাঁরই আদর্শের সৈনিক ক্রুসেড বিজয়ী মুর্দে মুজাহিদ অকুতোভয় সিপাহসিলার গাজী সালাহ্ উদ্দীন আয়ূবী, নূরুদ্দীন জঙ্গী প্রমুখ মুসলিম সেনাপতিরা মুসলমানদের গৌরবোজ্জ্বল অতীত ইতিহাসের মহানায়কে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর স্বর্ণালী আদর্শের যাঁরা অংশীদার, তারা আজ বিশ্বব্যাপী স্মরণীয় বরণীয়। সর্বত্র তারা আজ নন্দিত। পক্ষান্তরে তাঁর আদর্শের শত্রুরা আজ ঘৃণিত, নিন্দিত, ইতিহাসে কলঙ্কিত। গাউসে পাকের ওয়াজ নসীহত মুক্তির পাথেয়, মুসলিম জাতির সঠিক দিক নির্দেশিকা কোরআন-সুন্নাহ, ইজমা-কিয়াসের ভিত্তিতে ঈমান-আকীদা, আমল-আখলাক, তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাত, খিলাফত, ইমামত, বেলায়ত, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, বাণিজ্যনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, ধর্মতত্ত্ব, সূফীতত্ত্ব, কালেমা, নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, মানবসেবা, সমাজসেবা, পিতা-মাতার আনুগত্য, শরীয়ত-তরীকত ইত্যাদি বিষয়ে তিনি তাত্ত্বিক ওয়াজ নসীহত করে মুসলিম মিল্লাতের আমল আখলাক হিফাজতের নির্দেশনা দিয়ে গেছেন।

তাঁর নসীহতের আংশিক প্রদত্ত হল-

সবর বা ধৈর্য মুমিন জীবনের মহৎ গুণ। সবর সম্বন্ধে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন-

الصبر هو الوقوف مع البلاء بحسن الادب والثبات مع الله

অর্থাৎ বিপদে স্থির থাকা, পূর্ণ আদব রক্ষা করা এবং দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর স্মরণে নিয়োজিত থাকার নামই সবর।

ভয়-ভীতি সম্পর্কে তাঁর ওয়াজ ঃ ভয়ভীতি সম্বন্ধে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি নিম্নোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেন-

فقال الخوف على انواع فالخوف للمذنبين والوهبة للعارفين فخوف المذنبين عن العقوبات وخوف العابدين من فوت العبادات وخوف العالمين من الشرك الخفى فى الطاعات وخوف الحبين فوت اللقاء وخوف العارفين الهيبة التعظيم وهو اشد الخوف لانه لايزال ابدا۔

অর্থাৎ তিনি বলেন, ভয়ভীতি কয়েক প্রকার।

১. গুনাহগারদের ভয় ঃ তাঁদের ভয় হচ্ছে আল্লাহর আযাবের ভয়।

২. ইবাদতকারী বান্দাদের ভয় ঃ তাঁদের ভয় ইবাদত ছুটে যাওয়ার ভয়।

৩. আলেমদের ভয় ঃ আলেমদের ভয় হচ্ছে ইবাদতে শিরকে খফী বা ক্ষুদ্র, অপ্রকাশ্য শিরকের ভয়।

৪. খোদাপ্রেমিদের ভয় ঃ তাঁদের ভয় হচ্ছে আল্লাহর দর্শন বা সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয়।

৫. অলী আল্লাহদের ভয় ঃ অলী আল্লাহদের ভয়হচ্ছে আল্লাহ্পাকের আযমত, শ্রেষ্ঠত্ব, মহানত্ব ও হায়বতের ভয়। এটাই সবচে' কঠিন ভয়। এ ভয় সর্বদা তাঁদের অন্তরে বিরাজ করে।

মারেফাত প্রসঙ্গে নসীহত ঃ শরীয়ত, তরীকত, হাকীকত, মারিফাত এর প্রতি যথার্থ বিশ্বাস ইসলামের পূর্ণতা। প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

الشريعة اقوالى الطريقة افعالى

الحقيقة احوالى المعرفة اسرارى

অর্থাৎ- শরীয়ত আমার কথামালা, তরীকত আমার জীবন নির্বাহের কার্যধারা, হাকীকত আমার হৃদয়ের উচ্ছ্বাস, মারিফাত আমার নিগূঢ় তত্ত্ব। অন্যত্র রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেন-

الشريعة شجرة والطريقة اغصانها

والمعرفة اوراقها والحقيقة ثمرها

শরীয়ত বৃক্ষ বিশেষ। তরীকত শাখা-প্রশাখা স্বরূপ। মারিফাত পত্র পল্লব স্বরূপ এবং হাকীকত ফল স্বরূপ।

হুজূর গাউসে পাক রদিয়াল্লাহু আনহু'কে মারিফাত সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন-

المعرفة هى الاطاعة على معانى خفاياه عن المكنونات وشواهد الحق

فى جميع السيئات تلميح كل شىء منها على معانى وحدانية مع النظر الى الحق

অর্থাৎ মারিফাত হচ্ছে অন্তরের চোখে আল্লাহর প্রতি দৃষ্টিপাত করা এবং তাঁর একত্ববাদের প্রতি পূর্ণ আস্থা স্থাপন করতঃ গোপন রহস্যসমূহের সন্ধান লাভ করা এবং সৃষ্টির প্রত্যেক বস্তুতেই আল্লাহর একত্ববাদের দলীল বা প্রমাণের সন্ধান লাভ করা। এভাবে গাউসে পাক রদিয়াল্লাহু আন্হু বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক ওয়াজ নসীহতের মাধ্যমে সামাজকে আলোকিত করতেন। সাপ্তাহিক অন্ততঃ তিনবার গাউসে পাকের ওয়াজ মাহফিল অনুষ্ঠিত হত। তাঁর মাহফিল জনসমুদ্রে রূপলাভ করতো। অনেক দর্শক-শ্রোতা ওয়াজ মাহফিলে ভাবের জগতে আত্মহারা হয়ে যেত। তাঁর

মাহফিলের দর্শক-শ্রোতা কেবল মানবজাতি ছিল তা নয়, জ্বিন-ফেরেশ্তা পর্যন্ত ব্যাপকহারে তাঁর মজলিসে অংশ নিত। সবে মিলে কমপক্ষে এর সংখ্যা ৭০ হাজারে উপনীত হতো। তাঁর মাহফিলে আগত জনতা দূরবর্তী ও নিকটবর্তী সকলে সমভাবে তাঁর তাক্বরীর শুনতে পেতেন। দূরদূরান্তের অসংখ্য মাশায়েখে হাযরাত তাঁর মাহফিলে হাজির হতেন। মাহফিল চলাকালে অসংখ্য কারামাত প্রকাশ পেত। তাঁর মাহফিল অনুষ্ঠিত হত বাগদাদের কেন্দ্রস্থলে। কিন্তু তাঁর সমসাময়িক অলী-আওতাদ যথাক্রমে- হযরত শায়খ আবদুর রহমান তফসুনূযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, শায়খ আদি বিন মুসাফির রহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রমুখ নিজ নিজ শহরে একই সময়ে স্বীয় উক্ত-অনুরক্তদের সাথে নিয়ে বৃত্তাকারে গাউসে পাকের ওয়াজ শ্রবনের জন্য বসে যেতেন। অনেক দূরত্বের ব্যবধান থেকেও খোদাপ্রদত্ত ক্ষমতায় তাঁরা গাউসে পাকের ওয়াজ শুনতে পেতেন শুধু তাই নয়, বরং গাউসে পাকের তাক্বীরসমূহ লিখেও নিতেন। তাঁদের যখন বাগদাদে আসার সুযোগ হত, লিখিত তাক্বরীরগুলো সাথে নিয়ে আসতেন। গাউসে পাকের মজলিসে উপস্থাপিত তাক্বরীরের সাথে মিলিয়ে দেখলে বিন্দুমাত্র তারতম্য পরিলক্ষিত হতোনা। সূত্র ঃ আল্ হাকায়িক ফিল হাদায়িক। কৃত: আল্লামা মুহাম্মদ ফয়েজ আহমদ ওয়াইসী, পৃষ্ঠা ৫৮।

পরিশেষে, আলা হযরত ইমামে আহ্লে সুন্নাত শাহ্ আহমদ রেজা খান ব্রেলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি রচিত কবিতার দু'টি চরণ উল্লেখ পূর্বক প্রবন্ধের যবনিকা টানছি-

গাউসে আজম আপ সে ফরয়াদ হ্যায়,

জিন্দা পীর ইয়ে পাক মিল্লাত কিজিয়ে।

আল্লাহ! আমাদের গাউসে পাকের ফুয়ূজাত নসীব করুন, আমীন।

"হীরা মুক্তা কেবা চিনে জহুরী বিনে,
প্রেমের ডুরী বন্দরে মন মদিনার সনে।।"

"কলির পাপী উদ্ধারিতে মোহাম্মদ কাণ্ডারীরে।
তান কাজের মূলধার গাউছে মাইজভাণ্ডারীরে।।"

sahihaqeedah.com

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

PDF by (Masum Billah Sunny)